www.BANGLAKITAB.com

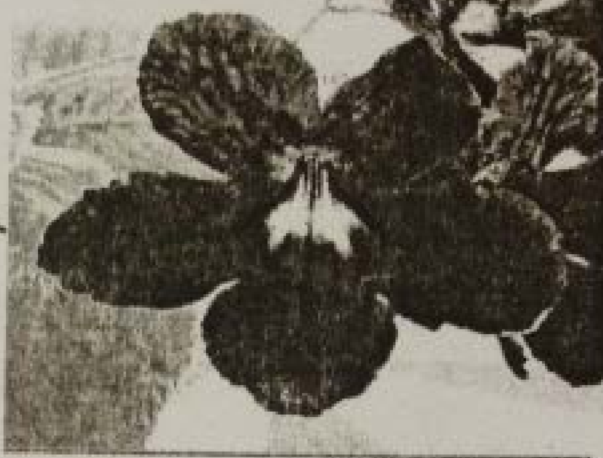

তৃতীয় খণ্ড

www.BANGLAKITAB.com

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

সম্পদ ও নেক আমলের প্রকৃতি

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ - وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا سُفْيَانَ : وَاللّٰهِ لَتَمُوْتُنَّ ثُمَّ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَيُدْخَلَنَّ مُحْسِنُكُمُ الْجَنَّةَ وَمُسِيْئُكُمُ النَّارَ ... اَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা, এমন একটা সময় ছিল, যখন এই বিশ্ব চরাচরে কিছুই ছিল না।

وَكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَاءِ

তখন আল্লাহর আরশ ছিল পানির উপর। [হূদ : ৭]

আল্লাহ তাআলার মহান সত্তা আদি থেকে অন্ত পাক। তখন তিনি একা ছিলেন, অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁর আরশ ছিল পানির উপর প্রতিষ্ঠিত। অতঃপর তিনি এ বিশ্ব জাহান সৃষ্টি কারেছেন। সৃষ্টি করেছেন আমাদেরকে। আমরা অস্তিত্ব লাভ করেছি।

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا،

কাল প্রবাহে মানুষের উপর তো এমন এক সময় এসেছিল, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না। [দাহর : ১]

অর্থাৎ এক সময় আমরা ছিলাম অস্তিত্বহীন। আসমানে কিংবা জমীনে কোথাও আমাদের অস্তিত্ব ছিল না। সে ছিল এক কাল, তারপর এলো আরেক কাল। اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ -

তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। [আ'রাফ : ৫৪]

www.BANGLAKITAB.com

কালপ্রভাবের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হলো।

اَلَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ

যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। [প্রাগুক্ত]

ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ

অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। [প্রাগুক্ত]

يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا

তিনিই দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাতে তারা একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। [প্রাগুক্ত]

اَلشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍۭ بِاَمْرِهٖ

সূর্য চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি যা তাঁরই আজ্ঞাধীন, তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তারপর এলো কালের তৃতীয় পর্যায়। আল্লাহ পাক সৃষ্টি করলেন ফেরেশতাগণকে।

جَاعِلُ الْمَلٰٓئِكَةِ اُوْلِىْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ

যিনি বাণী বাহক করেন ফেরেশতাদেরকে যারা দুই দুই তিন তিন অথবা চার চার ডানাবিশিষ্ট। [ফাতির : ১]

তারপর এলো কালপ্রবাহের চতুর্থ পর্যায়। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–

اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً

আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করবো। [বাক্বারা : ৩০]

তারপর এলো কাল প্রবাহের পঞ্চম পর্যায়। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্র বিন্দু থেকে। তাকে পরীক্ষা করার জন্যে, এ জন্যে আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তিসম্পন্ন। [দাহর : ২]

www.BANGLAKITAB.com

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হলো, আল্লাহ পাক পরিষ্কার ভাষায় আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন– আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি পরীক্ষা করার জন্য। কাজেই এই পৃথিবীতে আমরা আমাদের ইচ্ছায় আসিনি। বরং এই নারী-পুরুষ সকলকেই আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। আর এই পাঠানোর লক্ষ্য হলো আমাদেরকে পরীক্ষা করা। তাছাড়া এই যে আমরা নারী-পুরুষে বিভক্ত হয়েছি, এই বিভক্ত হওয়াটাও আমাদের ইচ্ছায় নয়। আল্লাহ পাক ইরশাদ করছেন–

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثٰى.

হে মানুষ আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে। [হুজুরাত : ১৩]

তিনি আমাদের কাউকে পুরুষ বানিয়েছেন, কাউকে বানিয়েছেন নারী। তারঃপর আমরা বিভিন্ন খান্দানে বিভক্ত হয়েছি, বিভক্ত হয়েছি বিভিন্ন শ্রেণিতে। এখন কেউ পাঠান, কেউ রাজপুত্র, কেউ শায়খ, কেউ মুরীদ, কেউ বা আফগানী, কেউ ইরানী, কেউ তুরানী। এ সবই আল্লাহরই সৃষ্টি। তিনি ইরশাদ করেছেন– وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ.

পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে। [হুজুরাত : ১৩]

সুতরাং এই যে আমরা বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত হয়েছি-এটাও আল্লাহ পাকের ইচ্ছায়ই হয়েছি। তিনি আমাদেরকে বিভিন্ন খান্দানে ও গোত্রে বিভক্ত করে দিয়েছেন। তাছাড়া আমরা যে বিভিন্ন রঙ ও আকৃতিতে বিভক্ত হয়েছি সেও আল্লাহ পাকেরই ইচ্ছায়। ইরশাদ হয়েছে–

هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ

তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন।

[আল-ইমরান : ৬]

জীবন-মরণ আল্লাহরই হাতে

আমাদের সামনে এ এক এমন উদ্ভাসিত সত্য যা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। আমরা তাঁরই ইচ্ছায় এই দুনিয়াতে এসেছি। তাছাড়া আসার পর আমাদেরকে এই দুনিয়া থেকে আবার চলেও যেতে হবে। এই দুটি ক্ষেত্রে আমরা পরিপূর্ণভাবেই তাঁর অধীন। বরং শতভাগ অসহায়।

www.BANGLAKITAB.com

আমরা আমাদের মর্জিমত সৃষ্টি হইনি। আমরা আমাদের ইচ্ছায় নারী-পুরুষে বিভক্ত হইনি। আমরা আমাদের ইচ্ছেমতো আকার ও রূপ লাভ করিনি।

অনুরূপভাবে আমরা আমাদের ইচ্ছামত মরণও বরণ করতে পারবো না। তিনি ইরশাদ করেছেন–

قُلْ لَّكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ

বলো, তোমাদের জন্যে আছে এক নির্ধারিত দিন যা তোমরা মুহূর্তকাল দেরিও করতে পারবে না এবং ত্বরান্বিতও করতে পারবে না। [সাবা : ৩০]

সুতরাং এখানে আসার ক্ষেত্রে যেমন আমরা অসহায় চলে যাওয়ার ক্ষেত্রেও তেমনি অসহায়। দুনিয়ার কোনো শক্তি কোনো মানুষের যাওয়াকে এক মুহূর্ত পূর্বাপর করতে পারে না। এ এক অমোঘ বিধান।

وَاِذَا الْمَنِيَّةُ اَنْشَبَتْ اَظْفَارَهَا اَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيْمَةٍ لَّا تَنْفَعُ.

মৃত্যু যখন তার পাঞ্জা বসিয়ে দিবে, তখন দেখবে তোমার সকল কৌশলই অর্থহীন।

ভাববার বিষয় হলো, আগমন ও প্রস্থান উভয় ক্ষেত্রেই আমরা সম্পূর্ণ পরাধীন অসহায়। মাঝখানের সামান্য সময়ের জন্য আমাদেরকে সীমিত স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। এখানে যদি আমাদেরকে হাত-পা বেঁধে দেয়া হতো, তাহলে দুনিয়ার কোনো নারী ও পুরুষ আল্লাহর অবাধ্য হতে পারতো না। হতে পারতো না কাফির বেঈমান।

হিদায়াতের মালিক আল্লাহ

হেদায়েতের মালিক একমাত্র আল্লাহ পাক। তিনি ইরশাদ করেছেন–

وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰهَا.

আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারতাম। [সিজদা : ১৩]

আল্লাহ পাক যখন এই বিশাল জগতকে অনন্তকাল ধরে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করছেন, নিয়ন্ত্রণ করছেন কঠোর হস্তে তখন কি তিনি চাইলে আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন না? আমাদের শক্তি সামর্থ্যই বা কতটুকু? আমাদের অস্তিত্ব তো মাত্র পাঁচ ছয় ফুট দীর্ঘ।

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহ পাক কোরআনে বলেছেন

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءُ بَنٰهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰهَا وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰهَا وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا اَخْرَجَ مِنْهَا

তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আসমান সৃষ্টি? তিনি এটা নির্মাণ করেছেন, তিনি এই আসমানের ছাদকে সুউচ্চ করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন। আর তিনি এর রাতকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং প্রকাশ করেছেন তার সূর্যালোক। অতঃপর পৃথিবীকে করেছেন বিস্তৃত। তিনি পৃথিবী থেকে বের করেছেন তার পানি ও তৃণ এবং পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন। এ সব করেছেন তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের ভোগের জন্য। [নাযিআত : ২৭-৩৩]

এই সুবিশাল আসমান বিস্তীর্ণ জমিন চন্দ্র সূর্য এই সবকিছু যিনি সৃষ্টি করেছেন ও পরিচালনা করছেন তাঁর পক্ষে দুনিয়ার সকল মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করা কি মোটেও কোনো কঠিন বিষয় ছিল? তিনি একটি মাত্র নির্দেশ দিলেই তো সমস্ত মানুষ হিদায়াত লাভে ধন্য হতো। তাঁর শক্তি তো এমন—

يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا ۔

তিনি আসমান মণ্ডলী ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন যাতে তারা স্থানচ্যুত না হয়। [ফাতির : ৪১]

اِئْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا

(হে আসমান ও পৃথিবী!) তোমরা উভয়ে অনুগত হও, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়।

[হা-মীম সিজদা : ১১]

আল্লাহ তাআলার এই নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে আসমান ও জমীন সাড়া দিয়েছে এইভাবে—

اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ

www.BANGLAKITAB.com

আমরা অনুগত হয়ে আসলাম। [প্রাগুক্ত : ১১]

শুধু আসমান ও পৃথিবীই নয়, বিশ্ব জাহানের সবকিছুই তাঁর অনুগত। দুনিয়ার সকল সৃষ্টি তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। সূর্য এই পৃথিবী থেকে তের লক্ষ গুণ বড়। সূর্য যদি আমাদের মতো নাফরমান হতো, বলতো হে আল্লাহ! আজ আমি উদিত হবো না। তুমি মানুষকে বলে দাও, তারা যেন তাদের ব্যবস্থা করে নেয়া। আজ আমাকে ছুটি দাও। চাঁদ যদি বলতো, হে আল্লাহ! রাতের বেলা উদিত হওয়া আমার কাজ। কিন্তু কাল থেকে আমি দিনের বেলা উদিত হবো। সূর্যকে বলে দাও, সে যেন রাতের বেলা উদিত হয়। কিন্তু এই নিখিল বিশ্বের কোথাও এমনটি ঘটেনি, ঘটনার অবকাশ নেই। কারণ, সবকিছু তাঁর নিয়ন্ত্রণের অধীনে।

আল্লাহর কাছে এই বিশ্ব জগৎ মশার ডানাসম

আল্লাহর এই জগত কত যে বিশাল! কথিত আছে, এই বিশ্ব জগতের সাতানব্বই ভাগ অংশে কোনো আলো পড়ে না। এই অন্ধকার জগতকে বলা হয় ব্ল্যাক হোল' সেখানকার প্রতিটি ধাতু কণার ওজন এত বেশি, যদি আমাদের এই সৌরজগতের যেখানে সূর্য রয়েছে, চন্দ্র রয়েছে, রয়েছে আরও নানা গ্রহ-উপগ্রহ যার ব্যাপ্তি সাড়ে সাতশ' কোটি মাইল– যদি এই সাড়ে সাতশ' কোটি মাইলকে এক পাল্লায় দেয়া হয় আর অন্য পাল্লায় দেয়া হয় ব্ল্যাক হোলের এক চামচ ধাতু তাহলে এই এক চামচ ধাতুর ওজন অধিক হবে। অতঃপর ব্যাক হোলের বাইরে অবশিষ্ট তিন শতাংশের প্রতি শতাংশে রয়েছে এক হাজার কোটি গ্যালাক্সি। তারপর প্রতিটি গ্যালাক্সিতে রয়েছে কোটি কোটি নক্ষত্র। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত পৃথিবী থেকে সবচেয়ে দূরত্বে অবস্থানরত যে নক্ষত্রটি রয়েছে, তার আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছতে সময় লাগে চৌদ্দশত কোটি বছর। আর আলোর গতি হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল।

তারপর এক মিনিট

তারপর এক ঘন্টা

তারপর একদিন

তারপর এক সপ্তাহ

তারপর এক বছর

অতঃপর একশ' বছর

www.BANGLAKITAB.com

অতঃপর হাজার বছর

অতঃপর লক্ষ বছর

অতঃপর কোটি বছর

অতঃপর একশ' কোটি বছর

অতঃপর চৌদ্দশ' কোটি বছর

আলো যদি তার নিজ গতিতে চৌদ্দশ' কোটি বছর সফর করে তখন গিয়ে তার আলো এই পৃথিবীকে প্রথমবারের মতো স্পর্শ করে। কাজেই এই পৃথিবীবাসী সর্বপ্রথম যে আলোর ছবি গ্রহণ করেছে সে আলোটা হলো চৌদ্দশ' কোটি বছরের পুরাতন আলো। এ হলো আল্লাহ পাকের জগত। আর এই বিশাল জগত আল্লাহ পাকের কাছে মশার একটি ডানার সমান।

এই দুনিয়া পরীক্ষা কেন্দ্র

এই বিশাল জগতকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন এবং সেখানে এক চুলও হেরফের হচ্ছে না। সুতরাং তিনি যদি আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন, সোজা হয়ে যাও তাহলে তাঁর অবাধ্য হওয়ার সাধ্য ছিল কার? কিন্তু তিনি আমাদের সাথে তা করেননি। করেননি কারণ–

لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا.

তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম?

অর্থাৎ আমি দেখতে চাই তোমাদের মধ্যে কে আমার হুকুম মেনে চলে, আর কে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। কে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে সচেষ্ট হয়, আর কে নিজের নফস ও প্রবৃত্তিকে সন্তুষ্ট করতে সচেষ্ট হয়।

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا.

যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন। তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? [প্রাগুক্ত]

সুতরাং এই জগতে আমরা স্বাধীন নই। আমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি এবং লাগামহীন ছেড়ে দেয়া হয়নি।

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا.

তোমরা কি মনে করেছো আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি? [মু'মিনূন : ১১৫]

www.BANGLAKITAB.com

না, আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে অর্থহীন সৃষ্টি করেননি, লাগামহীন ছেড়ে দেন নি। আমরা পরিপূর্ণভাবে মুক্তও নই।

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ

মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তার জন্যে তৎপর প্রহরী তার কাছেই রয়েছে। [ক্বাফ : ১৮]

بَلٰى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ

আমার ফেরেশতাগণ তো তাদের কাছ থেকে সবকিছু লিপিবদ্ধ করে। [যুখরুফ : ৮০]

আমরা এতটা অধীন, ফেরেশতাগণ আমাদের প্রতিটি উচ্চারণ লিখে রাখছে, লিখে রাখছে আমাদের প্রতিটি আমলের বিবরণ।

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ

চোখের অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন আছে তাও তিনি অবহিত। [মু'মিনূন : ১৯]

সুতরাং তাঁকে ফাঁকি দেয়ার তো কোনো উপায় অন্তর নেই। তিনি আরও পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছেন–

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ

আমি আসমানমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যে কোনকিছুই ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। [দুখান : ৩৮]

لَوْ اَرَدْنَا اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّا تَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا

আমি যদি ক্রীড়ার উপকরণ চাইতাম, তাহলে আমি আমার কাছে যা আছে তা নিয়েই তা করতাম। [আম্বিয়া : ১৭]

অর্থাৎ খেলাধূলাই যদি আমার উদ্দেশ্য হতো, তোমাদেরকে সৃষ্টি করার পেছনে আমার বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য না থাকতো, তাহলে আমি তোমাদেরকে সৃষ্টিই করতাম না।

দুনিয়া স্বপ্নজগত

এই পৃথিবীতে আমরা নিজ উদ্যোগে আসিনি। এখান থেকে যাওয়াটাও আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। তাছাড়া এই দুনিয়া থেকে আমরা যে মৃত্যুবরণ

www.BANGLAKITAB.com

করবো আমাদের মরণটাও তো মরণ নয়। মরে যাওয়াটাই যদি শেষ কথা হতো তাহলে এই দুনিয়াতে সুন্দর ঘরে থাকতাম কিংবা ঝুপড়িতে সেটাও দেখার বিষয় ছিল না। মরে গেলাম তো শেষ। কিন্তু বিষয়টা তো সম্পূর্ণ এর উল্টো। মরণ মানেই নতুন জীবন। মরণের ভেতর দিয়ে আমরা নতুন আরেকটি জীবনে প্রবেশ করি। হযরত আলী (রা.) কত চমৎকার কথা বলেছেন- তিনি জগতের মানুষ সম্পর্কে কথা বলেছেন–

اَلنَّاسُ نِيَامٌ সকল মানুষ ঘুমিয়ে আছে।

اِذَا مَاتُوْا اِنْتَبِهُوْا যখন মৃত্যু আসবে তখন সকলেই জেগে ওঠবে।

আসলে এই দুনিয়াটা হলো একটা স্বপ্নজগত। এখানে মানুষ স্বপ্ন দেখছে, সে একটি ঝুপড়িতে বসে আছে। কেউ বা স্বপ্ন দেখছে, সে হাল চালাচ্ছে। কেউ বা স্বপ্ন দেখছে সে গাড়ি চালাচ্ছে। তারপর যখন মৃত্যু আসে কবরের মাটি এসে সকলকে একাকার করে দেয়। এক কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয়। এই দুনিয়াতে যে সুন্দর ঘরে বসবাস করতো তার কবরে টাইলস লাগানো হয় না। আবার যে ঝুপড়িতে বসবাস করতো তার কবরও হয় সাদাসিধে মাটির। দুইয়ের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই।

যখন কাতারে গিয়েছিলাম, তখন ফেরার পথে বিমানবন্দরের কাছেই সুরম্য একটি প্রাসাদ দেখেছি। সে মহলের অধিপতি ছিল কাতারের সবচে' বড় ব্যবসায়ী। শুনতে পেলাম তাকে যেখানে কবর দেয়া হয়েছে তার পাশেই কবর দেয়া হয়েছে এমন এক দরিদ্রকে, যে শহরে ভিক্ষা করে ফিরতো। কবর সত্যিই বড় অদ্ভুত। এখানে এলে উঁচু-নিচু সব ভেদাভেদ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়।

যে কথা বলছিলাম, মরণ যদি মরণ হতো তবে কোনো কথা ছিল না। কিন্তু মরণ তো মরণ নয়। মরণ হলো আরেক নবজীবনের সূচনা।

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ.

হে মানুষ! নিশ্চয়ই আল্লাহর অঙ্গীকার সত্য। [ফাতির : ৫]

কিন্তু কী সেই অঙ্গীকার? তাঁর অঙ্গীকার হলো–

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى.

www.BANGLAKITAB.com

আমি মাটি থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটিতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেব এবং মাটি থেকেই পুনর্বার তোমাদেরকে বের করবো। [ত্বহা : ৫৫]

قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتُبْعَثُنَّ ـ বলো, নিশ্চয়ই হবে। আমার প্রতিপালকের শপথ। তোমরা অবশ্যই পুনুরুত্থিত হবে। [তাগাবুন : ৭]

কিয়ামতের সত্যতা সম্পর্কে আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে তিনবার কসম করেছেন। কসম করে বলেছেন, অবশ্যই তিনি মানব জাতিকে পুনরুত্থিত করবেন।

قُلْ اِىْ وَرَبِّىْ اِنَّهٗ لَحَقٌّ ـ বলো, হ্যাঁ। আমার রবের কসম! কিয়ামত অবশ্যই সত্য। [ইউনুস : ৫৩]

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন –

اَشْهَدُ اَنَّ وَعْدَكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ اٰتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيْهَا وَاِنَّكَ تَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ ـ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, কিয়ামত আসবেই তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর তুমি কবরবাসীকে অবশ্যই পুনরুত্থিত করবে।

আল্লাহ পাক আরও ইরশাদ করেছেন–

قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ لَمَجْمُوْعُوْنَ، اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ـ

বলো, অবশ্যই পূর্ববর্তীগণ ও পরবর্তীগণ সকলকে একত্রিত করা হবে এক নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে। [ওয়াকিয়া : ৪৯-৫০]

আরও ইরশাদ করেছেন–

اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ـ

নিশ্চয়ই সকলের জন্যে নির্ধারিত আছে, তাদের বিচার দিবস।

[দুখান : ৪০]

www.BANGLAKITAB.com

অর্থাৎ নারী হোক আর পুরুষ, ধনী হোক কিংবা গরীব, আমীর হোক আর ফকীর-সকলকেই আল্লাহর দরবারে উঠে দাঁড়াতে হবে। এটা সত্যিই একটা বিরাট ব্যাপার। দুনিয়াতে আসা যেমন একটা বড় বিষয়, মরণ যেমন একটা বড় বিষয়, অনুরূপভাবে আল্লাহ্ পাকের দরবারে উপস্থিত হওয়াটা তার চেয়েও অনেক বড় বিষয়। এ থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো পথ নেই।

সারা পৃথিবীকে জয় করেছিল চেঙ্গিস খান। এই দুনিয়ার সবচেয়ে বড় বিজয়ী ছিল চেঙ্গিস খান। দ্বিতীয় বিজয়ী সুলতান মাহমুদ গযনবী। অতঃপর তৈমুর লং, তারপর বাদশাহ্ সিকান্দার। চেঙ্গিস খান যখন যুদ্ধে যুদ্ধে জীবনের সত্তরটি বছর পার করে দেয়, তখন তার মনে স্বপ্ন জাগে রাজত্ব করার। অতঃপর সে তার দেশের সকল চিকিৎসককে ডেকে বলে, আমার জীবনটা বাড়াবার কোনো পথ আছে কি না বলো। তখন তারা সবাই মিলে বিনয়ের সাথে জানিয়ে দেয়, আপনার নির্ধারিত বয়স থেকে এক পলক আয়ু বাড়াবার কোনো পন্থা আমাদের জানা নেই। তবে আপনি যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন কিভাবে সুস্থ থাকতে পারেন সে ব্যাপারে আমরা আপনাকে পরামর্শ দিতে পারি। অতঃপর সে এ দুনিয়াতে মাত্র চার বছর বেঁচেছিল। যে চেঙ্গিস খান লক্ষ মানুষের মস্তক শরীর থেকে আলাদা করেছে, তাকে আল্লাহ পাক চার বছরের বেশি শাসকের কুরসীতে বসার অবকাশ দেননি। সুতরাং মৃত্যু সত্যিই এক ভয়ঙ্কর বিষয়।

বিশাল সুরম্য প্রসাদের অধিপতিকে যেমন মরতে হয়, তেমনি মরতে হয়নিঃস্ব রিক্ত ঝুঁপড়ির অধিবাসীকেও।

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ.

জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। [আলেইমরান : ১৮৫]

আল্লাহ পাক আরো বলেছেন-

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ.

www.BANGLAKITAB.com

তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই। এমনকি সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করলেও। [নিসা : ৭৮]

সুতরাং মৃত্যু হেসে উড়িয়ে দেয়ার মত কোনো ব্যাপার নয়। আনন্দে আহ্লাদে নদীর পানির মতো তরতরিয়ে বয়ে চলা এক সুন্দর সুখময় জীবনকে মুহূর্তে স্তব্ধ করে দেয়, সঁপে দেয় শরীর মাটির ক্ষুদ্র গর্তে। অতঃপর শত যত্নে লালিত এই চুল, এই চোখ, এই দেহ খোরাকে পরিণত হয় পোকা-মাকড়ের।

আমরা দিবানিশি কী নিয়ে ব্যস্ত থাকি? আমরা ব্যস্ত থাকি আমাদের সন্তানদের পড়াশোনা, ঘরের খানাপিনা, বস্ত্র, অলংকার ও অন্যান্য শখ-সামগ্রীতে। আমাদের সমস্ত মেধা ও শক্তি আমরা উদার চিত্তে এ সব কিছুর পেছনেই তো ব্যয় করছি। অথচ যেখানে আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করছি, সে জগতটা তো মোটেও কঠিন ছিল না। এখানে আমার পাশেই আমার বাবা আছেন। মা আছেন। আমার পাশেই রয়েছে আমার স্ত্রী ও সন্তান। কিন্তু আমার মেধা ও আমার সামর্থ্য সেই সময়ের জন্যে আমি ব্যয় করতে পারি না, যখন আমার পাশে কেউ থাকবে না। যখন আমাকে কেউ একবিন্দু উপকার করতে পারবে না। আমার বাবা-মা আমার স্ত্রী-সন্তান সবাই আমার পাশেই দাঁড়িয়ে থাকবে, কিন্তু কেউ আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। ডাক্তার আমার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে বলবে, এখন আর আমাদের কিছু করার নেই। এখন যা করার আল্লাহই করবেন। শ্বাস দ্রুত ওঠানামা করবে। দৃশ্যমান সব কিছু দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবে। চোখের সামনে ভেসে ওঠবে সকল অদৃশ্য জিনিস। তখন আমি ফেরেশতা দেখতে পাবো। কিন্তু দেখতে পাবো না আমার ঘর। এই সময়টাই হলো আমার জীবনে সবচে' কঠিন মুহূর্ত। তখন আমাকে আমার সম্পদ, আমার আপনজন কেউ সাহায্য করতে পারবে না। আমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সম্পদ, সন্তান ও আমলকে তিন ভাইয়ের সাথে তুলনা করে বলেছেন- একমাত্র আমলই তখন আমাকে সাহায্য করবে। আমার সঙ্গে যাবে।

খলীফা ওয়াসিক বিল্লাহ'র মৃত্যু ও শিক্ষণীয় ঘটনা

www.BANGLAKITAB.com

ওয়াসিক বিল্লাহ এক বিখ্যাত জালিম বাদশাহ। তার চোখে চোখ রেখে কেউ কথা বলতে সাহস পেত না। তার চোখ থেকে প্রতাপ ঝরে পড়তো। তাকে যখন মৃত্যু এসে ঝাপটা দিয়ে ধরে, তখন সাথে সাথে আকাশে দুই হাত তুলে মিনতি জানায়-

يَامَنْ لَا يَزَالُ مُلْكُهُ. اِرْحَمْ مَنْ زَالَ مُلْكُهُ.

হে অবিনশ্বর রাজত্বের অধিপতি! সেই অসহায়ের প্রতি করুণা কর, যার রাজত্ব হারিয়ে গেছে।

কত প্রতাপ-তেজী শাসক। যার চোখে চোখ রেখে সমকালীন কোনো সাহসী কথা বলার হিম্মত করেনি। অথচ মৃত্যুর পর যখন তার দেহ ঢেকে দেয়া হলো সাদা কাপড়ে, হঠাৎ করেই চাদরের নিচে নড়াচড়া লক্ষ্য করা গেল। উপস্থিত সবাই তাজ্জব! কী নড়ছে চাদরের নিচে? যখন কাপড় সরানো হলো দেখা গেল, নাদুস-নুদুস একটি ইঁদুর। সে ওয়াসেক বিল্লাহর টগবগে চোখ দুটি খেয়ে ফেলেছে। সকলেই হতবাক। এই আব্বাসী রাজপ্রাসাদে ইঁদুর প্রবেশ করলো কীভাবে? যে রাজপ্রাসাদ-আটত্রিশ হাজার পর্দায় আবৃত। যে রাজপ্রাসাদে হীরে-মোতি এমনভাবে ঝুলিয়ে রাখা হতো যেভাবে আঙুর বাগানে আঙুরের থোকা ঝুলে থাকে। আব্বাসী রাজপ্রাসাদে তো পিঁপড়ে প্রবেশ করাও মুশকিল। কিন্তু সেখানে ইঁদুর ঢুকলো কীভাবে? তাও আবার বাদশাহ ওয়াসিক বিল্লাহর শয়নকক্ষে। মূলত এই ইঁদুর পাঠিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ । পাঠিয়েছেন জগতবাসীকে এই কথা জানিয়ে দেয়ার জন্যে, হে পৃথিবীবাসী! তোমরা দেখে নাও, যে চোখ থেকে প্রতাপ ঝরে পড়তো, তোমরা দেখ, সে চোখকেই সর্বপ্রথম অর্পণ করা হলো একটি ইঁদুরের হাতে। এ থেকেই বুঝে নাও, কবরে তার সাথে কী আচরণ করা হবে? কবরে সে কী পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে?

এই দুনিয়া থেকে কেউ বিদায় নিতে চায় না। মরতে চায় না কেউই। তবে মৃত্যু সকলকেই শিকার করে। ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। এ দুনিয়া প্রেমে পড়ে কেউ এখান থেকে চলে যেতে চায় না। যেভাবে প্রথমে কেউ আসতে চায়নি। এটা আমাদের সবার অবস্থা। একদা আসতে চায়নি। আর এখন যেতে চায় না। চারদিক থেকে কান্না এসে চেপে ধরে। হৃদয়কে কম্পিত করে আকৃষ্ট করে। যেতে দিতে চায় না।

www.BANGLAKITAB.com

আত্মীয়-স্বজনের অবস্থা

মানুষের প্রথম ভাই-সম্পদ তো স্পষ্ট বলে দিয়েছে- আমি তোমার বড় বন্ধু ছিলাম। কিন্তু এই মরণ মুহূর্তে আমি তোমাকে কোনো সাহায্য করতে পারবো না। আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারবো মরণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। কারণ, তোমার যখন মৃত্যু হবে, তখন তো তোমার কাফন-দাফনের পূর্বেই আমাকে নিয়ে লড়াই বেঁধে যাবে। কাজেই তুমি যদি আমার দ্বারা উপকৃত হতে চাও, তাহলে আমার প্রতি কোনরূপ করুণা না করে সময় থাকতে আমাকে ব্যয় করে যাও। মৃত্যু আসার পূর্বে কোনো নেক কাজে আমাকে খরচ করে তোমার কবরে পাঠিয়ে দাও। এ তো হলো সম্পদের স্বরূপ। দ্বিতীয় ভাই-আত্মীয়-স্বজন বলবে, আমরা তোমার ভাইয়ের মত অতটা নিচ নই। তুমি অসুস্থ হয়ে পড়লে আমরা তোমার খোঁজ-খবর নিব। তোমার জন্যে ভালো চিকিৎসক খুঁজে আনবো। তোমার চিকিৎসা ও আরামের সমস্ত আয়োজন আমরা করবো। তবে মৃত্যুযন্ত্রণার সাথে তো আর লড়াই করা যায় না। হ্যাঁ, তোমার মৃত্যুর পর আমরা তোমার জন্যে বুক চাপড়ে শোক প্রকাশ করবো। তোমার মৃত্যুতে যারা সমবেদনা জ্ঞাপন করতে আসবে তাদের সামনে আমরা তোমার গুণকীর্তন করবো। আমরা তোমার কফিন কাঁধে করে তোমাকে কবরস্থানে নিয়ে যাব। তারপর তোমাকে তোমার কবরে শুইয়ে দিয়ে তোমার উপর মাটি বিছিয়ে দিব। অতঃপর আমরা চলে আসবো আমাদের জায়গায়। কারণ, তোমার জীবন তো এখানেই শেষ। আমাদের জীবন তো এখনও বাকি। আমাদেরকে ফিরে আসতে হবে আমাদের স্বাভাবিক জীবনে। আমাদেরকে আমাদের জীবনের দায়িত্ব বুঝে নিতে হবে। অতঃপর তুমি হয়ে যাবে এক বিস্মৃত ইতিহাস। ভুল হরফ যেভাবে মুছে দেয়া হয়, আমাদের জীবন থেকে তেমনি মুছে যাবে তোমার নাম। এমন একটা সময় আসবে যখন আমরা হয়তো মনেও করতে পারবো না, তুমি একদা আমাদেরই সাথে ছিলে।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর ভাই হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা.) যখন মারা যান, তখন তিনি তাঁর বিয়োগ বেদনায় একটি কবিতা আবৃত্তি করেন–

www.BANGLAKITAB.com

كُنَّا كَنَدْمَانَيْ جُزَيْمَةَ حُقْبَةً

مِنَ الدَّهْرِ حَتَّى قِيْلَ لَنْ يَتَصَدَّعَا

فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّيْ وَمَالِكٌ

لِطُوْلِ اجْتِمَاعٍ لَمْ أَبِتْ لَيْلَةً مَعًا

প্রাচীন ইতিহাসে এক বাদশাহ ছিল। তার নাম ছিল জাযীমা। জাযীমার দুইজন মন্ত্রী ছিল। ত্রিশ চল্লিশ বছর তারা এক সাথে এমনভাবে কাটিয়েছে যেন তারা কোনো দিন আর বিচ্ছিন্ন হবে না। তাদের একজন যখন মারা যায় অন্যজন তখন এই কবিতাটি আবৃত্তি করেছিল। এই কবিতা আবৃত্তি করে হযরত আয়েশা (রা.) এটাই বুঝাতে চেয়েছেন, আমি আর আবদুর রহমান ছিলাম জাযীমার দুই মন্ত্রীর মতোই। যেন আমরা কোনদিন আলাদা হবো না। কিন্তু আজ যখন আমি ও আবদুর রহমান পৃথক হলাম তখন মনে হচ্ছে যেন আমরা কোনদিন এক সাথে বসিওনি।

যে বাবা সারা রাত জেগে সন্তানের খবরদারী করে, যে বাবা নিজের সমস্ত শখ-স্বপ্নকে বিসর্জন দিয়ে রাত একাকার করে সন্তানের স্বপ্ন পূরণ করে, সন্তানের মুখে হাসি ফুটায় এই সন্তান তাদের বাবাকে একদিন এমনভাবে ভুলে যায়, যেন তারা জানেও না তাদের একজন বাবা ছিল।

প্রত্যেকের আমল সাহায্য করবে

তৃতীয় ভাই-আমল। সে বলে, আমি তোমার অন্য দুই ভাইয়ের মতো নই। তোমার সম্পদ তো মৃত্যুর সাথে সাথে তোমার সঙ্গ ছেড়ে দেয়। তোমার আত্মীয়-স্বজন তোমাকে তোমার কবর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েই বিদায় নেয়। কিন্তু আমি তাদের মতো নই। বরং আমি তোমার সাথে আছি। তখন থেকেই যখন থেকে তোমার মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হবে এবং আমি মৃত্যুযন্ত্রণায় তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। আমি নিয়মিত তোমাকে সঙ্গ দিয়েই যাব।

একবার হযরত ঈসা (আ.) একটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। কবরটি ছিল হযরত নূহ (আ.)-এর পুত্র সাম-এর। হযরত নূহ (আ.)-এর কালে ঐতিহাসিক যে প্লাবন হয়েছিল তাতে সমকালীন দুনিয়ার মানুষ মৃত্যুবরণ করে। অতঃপর হযরত নূহ (আ.)-এর তিন ছেলে সাম, হাম ও

www.BANGLAKITAB.com

ইয়াফিস থেকে মানব প্রজন্মের পুনর্যাত্রা শুরু হয়। আমরা হযরত সামের বংশধর। ইউরোপের অধিবাসীরা ইয়াফিসের সন্তান। আর বিশাল আফ্রিকাব্যাপী ছড়িয়ে আছে হযরত হাম-এর বংশধরেরা। হযরত ঈসা (আ.) যখন কবরটি দেখিয়ে বললেন, এটা সাম-এর কবর, তখন সফরসঙ্গীগণ আবদার করলো, হে আল্লাহর নবী! তাকে জীবিত করুন। হযরত ঈসা (আ.) নির্দেশ দিলেন। সাম সাথে সাথে জীবিত হয়ে কবর থেকে বেরিয়ে আসলো। তার সাথে সামান্য কথাবার্তা হলো। তারপর যখন ফিরে যাবার নির্দেশ দিলেন তখন সাম বললো, ফিরে যেতে পারি এই শর্তে যে, আমাকে পুনরায় মৃত্যুর কষ্ট ভোগ করতে হবে না। কারণ, প্রথমবারের মৃত্যু যন্ত্রণা এখনও হাড়ের মধ্যে অবস্থান করছে।

সুতরাং মৃত্যু খুবই নির্মম ও ভয়ানক একটি সত্য। দুনিয়ার সকল নারী-পুরুষকেই এর সম্মুখীন হতে হবে। এ পথে মানুষের একমাত্র সম্বল আল্লাহর ভয় ও আল্লাহর বন্দেগী। মৃত্যুর পর প্রতিটি মানুষ কবরে শায়িত হবে। কবর থেকেই পুনরুত্থিত হবে। কাজেই আমাদের উচিত, কবর সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা। কবরের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা। কবর প্রতিনিয়ত মানুষকে ডেকে ডেকে বলে-

আমি পোকা-মাকড়ের ঘর।
আমি ভয়-ভীতির ঘর।
আমি একাকীত্বের ঘর।
আমি অন্ধকারের ঘর।

কাজেই আমার জন্যে প্রস্তুতি নিয়ে এসো।

আমল বলে- আমি তোমার এমন বন্ধু নই যে, তোমাকে রেখে চলে যাবো। বরং আমি তোমাকে কবরে অভ্যর্থনা জানাবো। মুনকার-নাকীরের প্রশ্নের সময় আমি তোমার সামনে এসে দাঁড়াবো। আমি তোমাকে বাঁচাতে সচেষ্ট হবো। মুনকার-নাকীরকে তোমার কাছে ভিড়তে দিব না।

মুনকার-নাকীরের আগমনও এক ভয়ানক বিষয়। মাটি ভেদ করে সোজা কবরে এসে হাজির হবে। চোখ থেকে অগ্নিস্ফুলি বেরোতে থাকবে। হাতে এত ভারী একটি গর্জু থাকবে, যা দুনিয়ার সকলে মিলেও উঠাতে পারবে না।

www.BANGLAKITAB.com

কবরের বর্ণনায়ও কোরআন মাজীদ

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যখন হাফিযে কোরআনকে কবরে রাখা হয় তখন যদি সে দুনিয়াতে কোরআনে কারীম অনুযায়ী আমল করে থাকে তাহলে কোরআন শরীফ এক সুন্দর যুবকের আকৃতিতে কবরে এসে উপস্থিত হবে। তার ও মুনকার-নাকীরের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে যাবে। মুনকার-নাকীরকে হাফিযে কুরআনের দিকে অগ্রসর হতে বাধা দিবে। হাফিযে কোরআন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করবে, তুমি কে? সে বলবে, ভয় পেও না। আমি তোমার কোরআন। যে কোরআন তুমি তোমার বুকে ধারণ করেছিলে।

এখানে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট অর্থহীন।

ইঞ্জিনিয়ারিং সার্টিফিকেট এখানে অচল।

ব্যবসায়িক পরিচয় এখানে বেকার।

এখানে জমিদারীও শেষ।

কিন্তু আল্লাহপাকের কালাম এখানে এসেও হাফিযে কোরআনকে সঙ্গ দিবে, উপকার করবে।

মুনকার-নাকীর তখন প্রশ্ন করবে, তোমাকে কে পাঠিয়েছে? আমাদেরকে সুযোগ দাও, আমরা একে জিজ্ঞাসাবাদ করবো।

কোরআনে কারীম বলবে, তোমাদেরকে যিনি পাঠিয়েছেন আমাকেও তিনি পাঠিয়েছেন। এ কখনও রাত জেগে আমাকে তিলাওয়াত করতো, আবার কখনও বা দিনে। আজ আমি এর পক্ষ হয়ে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিবো।

আমাদের অন্তর পাথর হয়ে গেছে

আমাদের অন্তর এখন পাথর হয়ে পড়েছে। আল্লাহ পাকের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক নেই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে। আমাদের সম্পর্ক কেবলই আমাদের সাথে। আমাদের ভালোবাসা আমাদের কামনা-বাসনার প্রতি। আমরা পূজা করি কেবলই আমাদের নিজেদের।

আজ আল্লাহ পাক আমাদের মাহবূব নন।

আজ আল্লাহ পাক আমাদের মাবূদ নন।

www.BANGLAKITAB.com

আমরা এখন আল্লাহকে সিজদা করি না। তাঁর সাথে এখন আর আমাদের কোনো বন্ধন নেই। আমাদের অন্তর পূর্ণ হয়ে আছে পার্থিব কামনা-বাসনায়। আমাদের হৃদয় একেবারেই মৃত। আমরা এখন রিপুর গোলাম। আল্লাহ্ পাকের কাছে আজ আমাদের কানা-কড়ি মূল্য নেই।

আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

এই অবস্থা থেকে আমাদের উত্তরণ জরুরি। মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহর সাথে আমাদের হৃদয়ের বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হওয়া জরুরি। আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক এতটা গভীর হওয়া জরুরি, যেন আমাদের অন্তর দেখেই আল্লাহ্ পাক খুশি হন এবং মারহাবা বলে গ্রহণ করেন। তিনি যেন বলেন, আমার বান্দা এসেছে, আমার প্রিয় গোলাম এসেছে।

অনেক বড় এক তাপসী ছিলেন হযরত শা'বানা (র.)। তার বোন একবার স্বপ্নে দেখলেন, খুব সুন্দর করে একটি জান্নাত সাজানো হচ্ছে এবং জান্নাতের দরজায় কাকে যেন অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বিরাট প্রস্তুতি চলছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এখানে কিসের আয়োজন চলছে? কাকে অভ্যর্থনা করার জন্যে জান্নাতের বাইরে এসে দাঁড়িয়ে আছে সকল হুর? কী বিষয়? তারা বললো, তাপসী শা'বানা ইন্তেকাল করেছে। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে জান্নাত সাজানো হয়েছে। তাঁর আত্মাকে অভ্যর্থনা দেয়ার জন্যে জান্নাতের হুরগণ দাঁড়িয়ে আছে। বোন দেখছে, জান্নাতে বোনের মর্যাদা। মূলত এ হলো আল্লাহ্পাকের বন্দেগীর পুরস্কার।

আমাদের মূল হলো আখিরাত

আমাদের সবাইকে সর্বদাই এ কথা মনে রাখতে হবে, এই দুনিয়া একদিন আমাদেরকে ছেড়ে যেতে হবেই। দুনিয়াটা শুধুই ধোকার স্থান। আল্লাহ্ পাকের কাছে এর মর্যাদা মশার ডানা সমানও নয়। এ মাকড়সার জাল মাত্র। আমরা আল্লাহ্ পাকের কাছে কামনা করবো, এই দুনিয়ার জীবনও যেন আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে নিরাপত্তার সাথে পার করে দেন। তবে আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য হলো আখিরাত। যে আখিরাতের যাত্রা শুরু হয় কবর থেকে। যেদিন দুনিয়ার সকল নারী ও পুরুষের আমল মাপজোক করা হবে সেদিন হবে বড়ই ভয়ংকর দিন। দুনিয়ার সকল মানুষ একত্রিত হবে। সকলেই নিজেকে নিয়ে এতটা ব্যস্ত থাকবে, কেউ কাউকে চিনবে না।

www.BANGLAKITAB.com

পার্থিব এই জীবন ঈমানদারদের জন্য ভাবনার নয়। ঈমানদারের কাছে আসল ভাবনার বিষয় হলো পরকাল।

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا

পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রবলভাবে কম্পিত হবে। [যিলযাল : ১]

وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا

এবং পৃথিবী যখন তার ভার বের করে দেবে। [যিলযাল : ২]

অর্থাৎ দুনিয়ার গর্ভে নিহিত সকল ভাণ্ডার যখন পৃথিবী উদগিরণ করবে সেদিন– وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا

মানুষ বলবে, এ কী হলো! [যিলযাল : ৩]

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا

সেদিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে। [যিলযাল: ৪]

অর্থাৎ এই মাটির পৃথিবীতে সে কী করেছে তার সবকিছু এই মাটিই বলে দিবে। কে তার উপর দাঁড়িয়ে কাকে সিজদা করেছে, কার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে, কোথায় বসে মদ পান করেছে এবং কে এই মাটির পৃথিবীতে আল্লাহর নামে রোযা রেখেছে, সিজদা করেছে আল্লাহকে। দুনিয়ার প্রতি ইঞ্চি মাটি সেদিন আল্লাহ পাকের দরবারে সাক্ষ্য দিবে। মাটি যখন কথা বলবে, মানুষ বিস্মিত হবে। মাটি কীভাবে কথা বলেছে?

بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا-

কারণ, তোমার প্রতিপালক তাকে আদেশ করবেন। [যিলযাল : ৫]

অর্থাৎ মাটি এই কারণে বলবে, মাটির মালিক মহান সৃষ্টিকর্তা সেদিন মাটিকে আদেশ দিবেন, তোমার পিঠের ওপর কে কী করেছে বলো। অতঃপর মাটি শোনাতে থাকবে তার পিঠের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বৃত্তান্ত। সে দিনটি হবে খুবই ভয়ংকর।

يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا.

www.BANGLAKITAB.com

সে দিন আসমান মেঘপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হবে এবং ফেরেশতাগণকে নামিয়ে দেয়া হবে। [ফুরক্বান : ২৫]

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ.

সেদিন আটজন ফেরেশতা তোমার প্রতিপালকের আরশকে তাদের ঊর্ধ্বে ধারণ করবে। [হাক্বা : ১৭]

ফেরেশতাগণ সে দিন আল্লাহর আরশ ধারণপূর্বক আল্লাহপাকের শানে তাসবীহ্ পাঠ করতে থাকবে। তাদের সে তাসবীহকে মানুষ বজ্রপাতের ন্যায় বুক-কাঁপানি আওয়াজের মতো শুনতে পাবে। আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণের তাসবীহ হলো-

سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ . سُبْحَانَ ذِى الْقُدْرَةِ وَالْجَبَرُوْتِ سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ سُبْحَانَ الَّذِىْ يُمِيْتُ الْخَلَائِقَ وَلَا يَمُوْتُ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ. يُمِيْتُ الْخَلَائِقَ وَلَا يَمُوْتُ.

সেদিন সম্পর্কে আল্লাহ পাক আরও ইরশাদ করেছেন-

اَلْحَاقَّةُ. مَا الْحَاقَّةُ وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ

সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। কী সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা? আর তুমি কি জান, সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা কী? [হাক্কা : ১-৩]

اَلْقَارِعَةُ. مَا الْقَارِعَةُ. وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ.

মহাপ্রলয়, মহাপ্রলয় কী? মহাপ্রলয় সম্পর্কে তুমি কী জান? [ক্বারিয়া : ১-৩]

هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ.

তোমার কাছে কি কিয়ামতের সংবাদ এসেছে? [গাশিয়া : ১]

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ.

সেদিন অনেক মুখমণ্ডল অবনত ক্লিষ্ট ও ক্লান্ত হবে। [গাশিয়া: ২-৩]

www.BANGLAKITAB.com

জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি বর্ণনা

জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন-

تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً

তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত অগ্নিতে। [গাশিয়া : ৪]

تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ

তাদেরকে অত্যুষ্ণ প্রস্রবণ থেকে পান করানো হবে। [গাশিয়া : ৫]

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ

তাদের জন্যে কণ্টকময় গুল্ম ব্যতীত খাদ্য থাকবে না। [গাশিয়া : ৬]

لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ

যা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করবে না। [গাশিয়া : ৭]

فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى

আমি তোমাদেরকে লেহিহান অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি। [লাইল : ১৪]

وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

মানুষ ও পাথর হবে যার ইন্ধন। [বাক্বারা : ২৪]

এ হলো আল্লাহ পাকের তৈরি জাহান্নাম, যে জাহান্নাম দুর্বিসহ অগ্নিময়। আল্লাহ পাকের কোরআনে কারীমে তার আলোচনা করে আমাদেরকে সতর্ক করেছেন। যেন আমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচতে সচেষ্ট হই। হাদীস শরীফে আছে, জাহান্নাম আল্লাহ পাকের দরবারে এই বলে প্রার্থনা করে-

اَللّٰهُمَّ اشْتَدَّ حَرِّىْ وَبَعُدَ قَعْرِىْ وَجَمْرِىْ، فَاعَجِّلْ اِلَىَّ بِاَهْلِىْ

www.BANGLAKITAB.com

হে আল্লাহ! আমার অঙ্গারগুলো প্রচণ্ড তপ্ত হয়ে ওঠেছে। আমার গর্তগুলো ভীষণ গভীর হয়ে পড়েছে। আমার ময়দানগুলো তাপে লালাভ হয়ে ওঠেছে। অতি তাড়াতাড়ি পাপীদেরকে আমার ভেতরে পাঠাও। আমি তাদেরকে জ্বালিয়ে ফেলি।

প্রতিদিনই জাহান্নাম আল্লাহপাকের দরবারে এভাবে প্রার্থনা করে।

জান্নাতের অপূর্ব সৌন্দর্যের বর্ণনা

জান্নাতের সৌন্দর্য সম্পর্কে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন-

وُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ

অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে আনন্দোজ্জ্বল, নিজেদের কর্মসাফল্যে পরিতৃপ্ত। [গাশিয়া : ৮-৯]

فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ

সুমহান জান্নাতে। [গাশিয়া : ১০]

لَا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً

সেথায় তারা অসার কোনো কথা শুনবে না। [গাশিয়া : ১১]

فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ. وَاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ. وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ وَّزَرَابِىُّ مَبْثُوْثَةٌ

সেখানে থাকবে বহমান প্রস্রবণ, উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন শয্যা, প্রস্তুত থাকবে পান পাত্র, সারি সারি উপাধান এবং বিছানা গালিচা। [গাশিয়া : ১২-১৬]

সেখানে প্রস্রবণ থাকবে।

সেখানে ঝরনা থাকবে।

সেখানে গালিচা বিছানো থাকবে।

সারি সারি বিছানো থাকবে উপাধান।

বালক দল পানপাত্র হাতে দাঁড়ানো থাকবে, বেষ্টন করে থাকবে চারদিক থেকে।

www.BANGLAKITAB.com

يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ

তাদের সেবায় ঘোরাফেরা করবে চির-কিশোর দল। [ওয়াক্বিয়া : ৯৭]

بِاَكْوَابٍ وَّكَاْسٍ مِّنْ مَعِيْنٍ

পানপাত্র কূঁজা ও প্রস্রবণ মিশ্রিত শুরাপূর্ণ পেয়ালা হাতে।

[প্রাগুক্ত : ১৮]

يُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا. عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا

সেখানে তাদেরকে পান করতে দেয়া হবে যানজাবিল মিশ্রিত পানীয়, জান্নাতের এমন এক প্রস্রবণের যার নাম সালসাবিল। [দাহর : ১৭-১৮]

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ

অনেক মুখমণ্ডল সেদিন আনন্দোজ্জ্বল হবে। [গাশিয়া : ৮]

مُّسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ

সহাস্য ও প্রফুল্ল হবে। [আবাসা : ৩৯]

يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ

সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ-কঙ্কনে অলংকৃত করা হবে। [কাহফ : ৩১]

জান্নাতে আল্লাহ পাক বেহেশতিদের অলংকার তৈরি করে রেখেছেন। তাছাড়া অলংকার তৈরি করার জন্যে ফেরেশতা নিয়োজিত করে রেখেছেন। এ সকল ফেরেশতার কাজ শুধুই অলংকার তৈরি করা। অতঃপর আল্লাহ পাক পুরুষ এবং নারীদের মধ্য থেকে যাকে যাকে খুশি অলংকার পরিধান করাবেন। দুনিয়ার অলংকারে খাদ থাকে কিন্তু জান্নাতের অলংকারে কোনরূপ খাদ থাকবে না।

জান্নাতিদের মর্যাদার নর্ণনা

যারা বেহেশতে যাবে, সব বিচারেই তারা হবে এক ব্যতিক্রম জীবনের অধিকারী। সেখানে তাদের পরিধেয় কখনও জীর্ণ ও পুরাতন হবে না–

www.BANGLAKITAB.com

يَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا

এবং সেখানে তারা পরিধান করবে সবুজ বস্ত্র। [কাহফ : ৩১]

সেখানে তাদের পোশাক কখনও ময়লা হবে না। পরিবর্তন করার প্রয়োজন পড়বে না। তবে, মনে যদি কাপড় পরিবর্তন করার আকাঙ্ক্ষা জাগে তখন সে হঠাৎ করেই লক্ষ্য করবে তার শরীরের পূর্বের কাপড়টি নেই এবং সেখানে শোভা পাচ্ছে নতুন কাপড়। কাপড়ও পাবে শত শত সেট। সেখানে লন্ড্রি নেই, কাপড় ধোয়ারও ব্যবস্থা নেই। আর সে কাপড় এতটা হালকা ও মসৃণ হবে যে, দুই আঙুলে তা তুলে নেয়া যায়। কাপড়ের প্রতি সেটের রঙ হবে ভিন্ন। আল্লাহ তাআলা বেহেশতবাসীর মাথায় এমন মুকুট পরিধান করাবেন যার আলোয় পূর্ব-পশ্চিম আলোকিত হয়ে উঠবে। সূর্য তো বিশ্ব জগতের অতি সামান্যই আলোকিত করে। এর বাইরে ব্ল্যাক হোলের যে বিশাল জগত রয়েছে সেখানে সূর্যের কোনো আলো পৌঁছায় না। অথচ জান্নাতির মাথার তাজের আলোয় ব্ল্যাক হোলসহ আলোকিত হয়ে উঠবে। জান্নাতিদের মুখমণ্ডল হবে আলোকোজ্জ্বল। পোশাক হবে সবুজ। খাঁটি স্বর্ণের অলংকার পরিধান করানো হবে তাদেরকে। তাদের জীবন থেকে মৃত্যু দুঃখ যন্ত্রণা সব কিছু ধুয়ে মুছে দূর হয়ে যাবে। স্বামী-স্ত্রী পরস্পর সৌন্দর্যে এতটা মুগ্ধ থাকবে যে, একে অপরকে অপলক দেখতে থাকবে।

হুরদের তুলনায় মুমিন নারীর সম্মান বেশি হবে

আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার মুমিন নারীগণকে জান্নাতী হুরদের চাইতেও বেশি সৌন্দর্য দান করবেন। জান্নাতের সে হুরদের সম্পর্কে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- তারা যদি একবার সমুদ্রে থুথু ফেলতো, তাহলে সমুদ্রের সমস্ত নোনা পানি মধুর মতো মিষ্টি হয়ে যেত। তারা যদি তাদের একটি আঙুল এই দুনিয়াতে তুলে ধরতো, তাহলে সূর্যের আলো তার সামনে নিষ্প্রভ মনে হতো। এত সুন্দর রূপবতী হুরদের চাইতে সত্তরগুণ অধিক সৌন্দর্যের অধিকারী হবে জান্নাতি মুমিন নারীগণ। বেহেশতি নারীদের মাথার চুল পায়ের পাতা অবধি প্রলম্বিত হবে। তাদের চুল বহন করে চলবে জান্নাতি হুরগণ। তাদের মাথার সিঁথি থেকে আলো ঠিকরে বেরুতে থাকবে। আল্লাহ পাক তাদের মাথার উপর যে ওড়না বিছিয়ে দিবেন, তারা যদি সে ওড়না

www.BANGLAKITAB.com

একবার আসমানে উড়িয়ে দেয়, তাহলে তার সুগন্ধিতে নিখিল জাহান সুবাসিত হয়ে উঠবে। এ কথা শোনার পর সাহাবায়ে কিরাম আরয করল- ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাহলে কি জান্নাতের হুরগণ মুমিন নারীদের চাইতে উত্তম? ইরশাদ করলেন- না, না। মুমিন নারীদের মর্যাদা জান্নাতের হুরদের চাইতে অনেক বেশি। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, কীভাবে? হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

بِصَلَاتِهِنَّ وَصِيَامِهِنَّ وَعِبَادَتِهِنَّ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

তাদের নামায রোযা ও ইবাদাত-বন্দেগীর কারণে। আর আল্লাহ পাক সেদিন তাদের চেহারাকে করবেন নূরে নূরান্বিত।

কুদরতী নূরে উদ্ভাসিত হওয়ার পর তাদের মুখমণ্ডলের রূপ সৌন্দর্যের আর কোনো সীমা থাকবে না। মানুষের কোনো ভাষায় তাদের সেরূপ সৌন্দর্য প্রকাশ করা সম্ভব নয়। মানুষ তো তার মনের ভাবকেও মনের অনুভূতিকেও অনেক সময় প্রকাশ করতে পারে না। তাহলে আল্লাহ পাকের নূরে উদ্ভাসিত হবে যে মুখ, সে মুখের বর্ণনা মানুষ কী করে দেবে? অতঃপর জান্নাতি রেশমি পোশাকে সজ্জিত করা হবে জান্নাতি স্বামী-স্ত্রীকে। তারপর তারা চল্লিশ বছর পর্যন্ত একে অপরকে দেখতে থাকবে, তবুও দর্শনের সাধ ফুরাবে না, ফুরাবে না সেখানকার কোনো সাধই।

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ

সেখানে তোমাদের জন্যে রয়েছে, যা কিছু তোমাদের মন কামনা করে এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে, যা তোমরা ফরমায়েশ করবে। এটা ক্ষমাশীল পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে আপ্যায়নস্বরূপ। [হা-মীম সিজদা : ৩১-৩২]

মানুষ জান্নাতে গিয়ে উঠবে আল্লাহর মেহমান হিসেবে। আল্লাহ পাক হবেন মেজবান। মেহমানদের সমস্ত সাধ-স্বপ্ন তিনি পূরণ করবেন সেখানে। এই দুনিয়াতে তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, এখানে মাটিতে সিজদায় পড়ে চোখের পানিতে বুক ভাসাও। তারপর যখন আমার

www.BANGLAKITAB.com

রহমতের দরজা তোমার জন্য খুলে যাবে, তখন সেখানে গিয়ে তুমি আমার সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হবে। আল্লাহর দীদার ও তার স্বাদ ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। আমরা শুধু এতটুকু বুঝি, হযরত ইউসুফ (আ.)-কে আল্লাহ পাক রূপ দিয়েছিলেন। তাঁর সে রূপ দর্শনে বিমুগ্ধ হয়ে মিসরের নারীরা তাদের হাত কেটে ফেলেছিল। সুতরাং মানুষ যখন আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করবে তখন তার কি স্বাদ ও অনুভূতি হবে সেটা মানুষের ভাষায় ব্যক্ত করা কোনভাবেই সম্ভব নয়।

যদি ইউসুফ (আ.)-এর সৌন্দর্য দিয়ে সারা দুনিয়াকে ঢেকে ফেলা হয় তাহলে সেই সৌন্দর্যও জান্নাতের সৌন্দর্যের সামনে খুবই তুচ্ছ। কারণ, জান্নাতের সৌন্দর্য হলো আল্লাহ পাকের অদৃশ্য ভাণ্ডারের এক অপরূপ বিকাশ। আল্লাহ তাআলা যখন নিজের মুখমণ্ডল থেকে পর্দা তুলে দেবেন তখন মানুষ তার দীদার লাভ করবে। জান্নাতের মধ্যে এটাই হবে মানুষের কাছে সবচে' বড় নিয়ামত। আল্লাহ পাক গুনাহগার বান্দাদের এই পাপীদৃষ্টিতে ধরা দেবেন, তাদের সাথে তিনি কথা বলবেন, প্রত্যেককে তার নাম ধরে ডাকবেন, ডাকবেন প্রতিটি নারী ও পুরুষের নাম ধরে। সেদিন সবার মনে আনন্দের বন্যা বয়ে যাবে।

হযরত আইয়ুব (আ.)-এর ঘটনা আমরা প্রায় সকলেই শুনেছি। আঠার বছর ধরে অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন। পুরো শরীরে পঁচন ধরে গেছে। দুনিয়ার কোনো মানুষ হয়তো এমন কঠিন রোগের শিকার হয়নি কোনদিন। এটা তাঁর জন্যে একটি পরীক্ষা। অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁকে সুস্থতা দিলেন। সুস্থ হবার পর একদিন এক ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহর নবী! আপনার সে অসুস্থতার দিনগুলোর কথা কি আপনার মনে আছে? হযরত আইয়ুব (আ.) বললেন, শোন! আমার সে অসুস্থতার দিনগুলো আমার এই সুস্থতার দিনগুলোর চাইতে অনেক বেশি ভালো ছিল। লোকটি বিস্মিত হয়ে বললো, সে আবার কীভাবে, হে আল্লাহর নবী? হযরত আইয়ুব (আ.) বললেন, আমার সে অসুস্থতার দিনগুলোতে প্রতিদিন আল্লাহ পাক খোঁজ নিতেন। জিজ্ঞেস করতেন, আইয়ুব কেমন আছো? তাঁর সে মমতাপূর্ণ প্রশ্নে যে সুখ ও তৃপ্তি নিহিত ছিল তার সামনে আমার শরীরের ঘায়ের ব্যথার কোনো মূল্যই থাকতো না। যখন আল্লাহ

www.BANGLAKITAB.com

পাক আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন তখন কি আর কোনো ব্যথা থাকতে পারে?

সুতরাং যে দিন আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে দীদার দান করবেন, যে দিন আল্লাহ্ পাক আমাদের একেকজনকে নাম নিয়ে জিজ্ঞেস করবেন-

খালিদ কেমন আছো?

আবু বকর কেমন আছো?

সালমান কেমন আছো?

যায়নাব কী খবর?

ফাতিমা ভালো আছো তো?

বলুন, সে দিন কি আমাদের আনন্দের আর কোনো সীমা থাকবে? একবার ভেবে দেখুন, আমাদের সামনে কত সুন্দর ভবিষ্যত পড়ে আছে। আর আমরা এই তুচ্ছ দুনিয়ার পেছনে আমাদের চমৎকার ভবিষ্যতকে হেলায় উড়িয়ে দিচ্ছি। আমরা ব্যস্ত আছি সেই কাপড়ের পেছনে, যে কাপড় একদা পুরান হয়ে যাবে, ফেটে যাবে, নিক্ষিপ্ত হবে ডাস্টবিনে। আমরা সেই সৌন্দর্যের পেছনে পড়ে আছি, যা একদা বার্ধক্যে মলিন হয়ে পড়বে। আমাদের এই যৌবনোজ্জ্বল মুখমণ্ডল যেখানে একসময় ভাঁজ পড়ে যাবে, কুঞ্চিত হয়ে যাবে আমাদের মুখের ত্বক, আমাদের এই জীবনমৃত্যু গ্রাস করেনিবে, আমাদের সমস্ত সুখ গ্রাস করেনিবে মৃত্যুর যন্ত্র। দুনিয়ার শান্তি বদলে যাবে অস্থিরতায়। বলুন, এ সবের কি কোনো মূল্য আছে? অথচ এ সবের পেছনে পড়েই আমরা আমাদের সুন্দর অমূল্য ভবিষ্যতকে ধ্বংস করে দিচ্ছি।

আল্লাহর দীদার

সে দিন আমাদের আনন্দের কোনো সীমা থাকবে না যে দিন আল্লাহ্ পাক রিদওয়ান ফেরেশতাকে ডেকে বলবেন, আজ আমার সম্মুখ থেকে পর্দা সরিয়ে দাও। আমার বান্দা-বান্দীরা আমার দীদারে এসেছে। পর্দা উঠিয়ে দাও। তাদেরকে প্রাণভরে আমাকে অবলোকন করতে দাও।

যখন পর্দা সরিয়ে দেয়া হবে তখন আল্লাহ পাক বলবেন-

سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ

www.BANGLAKITAB.com

সালাম, পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সম্ভাষণ! [ইয়াসীন : ৫৮]

আমাদের প্রভু আমাদেরকে সালাম বলবেন। আল্লাহু আকবার! এর চেয়ে বড় মর্যাদার বিষয় আর কী হতে পারে? আমরা তো আমরা, আল্লাহ পাকের যেসব নিষ্পাপ ফেরেশতাগণ সর্বদা রুকু সিজদায় পড়ে তাঁর তাসবীহ জপে যাচ্ছে, তারাও সেদিন আল্লাহ পাককে দেখে বিস্ময়ে বলে উঠবে, হে আল্লাহ! তুমি এতো সুন্দর! আমরা তো কখনও ভাবিনি! অনুমতি দাও, আমরা তোমাকে একটি সিজদা করতে চাই।

আল্লাহ পাক বলবেন–

قَدْ وَضَعْتُ عَنْكُمْ مُؤْنَةَ السُّجُوْدِ، نُعَلِّمُ : اتْبَعْتُمْ لِيَ الْاَبْدَانَ وَاَنْشَتُّمْ لِيَ الْوُجُوْهَ فَالْاٰنَ اَفْضَيْتُمْ اِلٰى رَوْحِي وَرَحْمَتِي وَكَرَامَتِيْ . هٰذَا مَحَلُّ كَرَامَتِي، سَلُوْنِي ...

না, না! এখন তো তোমরা আমার মেহমান! আমি তোমাদের মেজবান। কোনো মেহমানকে তো দুনিয়ার কোনো কৃপণও বলে না- যাও, খানা খেয়ে এসো। আর আল্লাহ পাকের দয়া ও বদান্যতা তো সীমাহীন।

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি

আল্লাহ তাআলা বেহেশতিদের উদ্দেশ্যে বলবেন- আজ তোমরা আমার মেহমান আর আমি মেজবান। দুনিয়াতে তোমরা আমাকে পাওয়ার আশায় যে সিজদা আদায় করেছো, সে সিজদাই যথেষ্ট। আজ আর তোমাদেরকে সিজদা দিতে হবে না। আজ তোমরা আমার কাছে শুধু চাও, আমি তোমাদেরকে দান করবো। আমি তোমাদের রব, তোমাদের প্রতি আমি সন্তুষ্ট আছি।

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْـٓـًٔا بِمَآ اَسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ

তাদেরকে বলা হবে- পানাহার করো তৃপ্তিসহ। তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে, তার বিনিময়স্বরূপ। [হাক্কা : ২৪]

আল্লাহ পাক বলবেন- তোমরা এখন থেকে সব ধরণের বিধি-নিষেধের ঊর্ধ্বে।

www.BANGLAKITAB.com

তোমরা চাও, আমি তোমাদেরকে দান করবো।

বেহেশতিগণ বলবে, সব তো পেয়েই গেছি। আর কী চাইবো?

বলবেন, না! তবুও কিছু চাও।

জান্নাতিগণ বলবে, আচ্ছা, তুমি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও।

আল্লাহ পাক বলবেন- আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট আছি বলেই তো তোমাদেরকে দীদার দিচ্ছি। সন্তুষ্ট আছি বলেই তো তোমাদেরকে জান্নাতে নিবাস দিয়েছি। সন্তুষ্ট আছি বলেই তো তোমাদের সাথে কথা বলছি।

সুতরাং অন্য কিছু চাও।

তারপর বেহেশতিগণ আল্লাহ্ পাকের কাছে চাইতে শুরু করবে।

চাইতে চাইতে তাদের বিবেক-বুদ্ধি সব ফুরিয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ বলবেন, আরও চাও, আরও চাও। কিছুই তো চাওনি।

এখানে প্রসঙ্গত আরেকটি কথা বলি, মানুষকে আল্লাহ পাক যে মেধা ও সম্ভাবনা দান করেছেন, এই দুনিয়াতে মানুষ তার চার কিংবা পাঁচ শতাংশই ব্যবহার করতে পারে। অবশিষ্ট মেধা ও সম্ভাবনা ঘুমিয়ে থাকে। যারা লেখাপড়া করে, তাদের মেধা হয়তো সাত আট শতাংশ ব্যবহৃত হয়। আর খুব বেশি পড়াশোনা করলে হয়তো নয় শতাংশ মেধা মানুষ কাজে ব্যবহার করতে পারে। আইনস্টাইন-এর মেধা পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ১১.২ শতাংশ সে ব্যবহার করতে পেরেছিল। অবশিষ্ট মেধা আইনস্টাইনও ব্যয় করতে পারেনি। অথচ তাকে বিজ্ঞানের জনক মনে করা হয়। সেও তার মেধা ও সম্ভাবনার মাত্র ১১.২ শতাংশ ব্যবহার করতে পেরেছিল। অবশিষ্ট শক্তি ছিল তার সুপ্ত।

মানুষ যখন বেহেশতে যাবে তখন তার মেধার সবগুলো সেল প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠবে এবং কাজ করতে শুরু করবে। আল্লাহ পাক যখন বলবেন, বান্দা চাও! যা চাইবে আমি তাই দিব। মানুষের মেধায় তখন চঞ্চলতার বিদ্যুত খেলে যাবে। মেধার প্রতিটি সেল বিকশিত হয়ে ওঠবে। সে একের পর এক চাইতেই থাকবে। চাইতে চাইতে এক পর্যায়ে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। আল্লাহ পাক বলবেন, কিছুই তো চাওনি, আরও চাও।

www.BANGLAKITAB.com

তারপর বান্দা চিন্তায় পড়ে যাবে। কী চাইবো? তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করবে। জিজ্ঞেস করবে নবীকে পর্যন্ত। অতঃপর আবার চাইতে শুরু করবে। চাইতে চাইতে আবারও ক্লান্ত হয়ে পড়বে। তারা চিন্তায় পড়ে যাবে। বিবেক বুদ্ধিতে কুলিয়ে উঠতে পারবে না। এখন কী চাইবে? আল্লাহ্ বলবেন, বান্দা! তোমরা তো তোমাদের সামর্থ্য মাফিকও চাইতে পারোনি। আমার শান অনুযায়ী তোমরা কীভাবে চাইবে! আচ্ছা, যাও। তোমরা যা চেয়েছো তা তো দিলামই। আর যা চাওনি তাও দিয়ে দিলাম। আমি তোমাদের রব। তোমাদের প্রতি আমি সন্তুষ্ট আছি। তোমাদের প্রতি অবারিত আছে আমার সকল মমতা ও অনুগ্রহ। আমি মৃত্যুকে মরণ দিয়েছি। শেষ করে দিয়েছি বার্ধক্যকে। চিন্তাকে বিনাশ করে দিয়েছি। ধ্বংস করে দিয়েছি সমস্ত বিপদাপদকে।

আখিরাতের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ কর

আল্লাহ্ পাক এই পবিত্র জীবনের প্রতি মানব জাতির দৃষ্টি আর্কষণ করে ইরশাদ করেছেন–

وَفِى ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ

এই বিষয়ে প্রতিযোগীরা যেন পরস্পর প্রতিযোগিতা করে।

[মুতাফফিফীন : ২৬]

এর চাইতে বড় বোকামী আর কী হতে পারে? আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়েই ভাবি, পরকালের সব আয়োজন বুঝি পূর্ণ করে ফেলেছি। যেখানে আমরা অনন্তকাল থাকবো, সেখানকার জন্যে দিনে মাত্র দু'ঘণ্টা সাধনা! আর দশ মিনিটে এশার নামায আদায় করে অবসর হয়ে যাই। আর এশাই হলো সবচে' দীর্ঘ নামায।

গত পরশু মসজিদে এক ব্যক্তিকে নামায পড়তে দেখে আমার মনে খুব কষ্ট হচ্ছিল। আমি ভাবছিলাম, এই যদি হয় নামাযীর অবস্থা, তাহলে বে-নামাযীর অবস্থা কী হবে। দেখলাম, দেড় মিনিটে চার রাকাত নামায পড়ে ফেলেছে। আমাদের অনেকের অবস্থাই এমন। দেড় মিনিটে চার রাকাত নামায পড়ে মনে করি জান্নাত কিনে ফেলেছি। যেখানে অনন্তকাল

www.BANGLAKITAB.com

থাকবো না 'সেখানকার' জন্যে সারা দিন দেহ মন-মেধা সবকিছু উপুড় করে ঢেলে দিচ্ছি। এ কেমন নির্বুদ্ধিতা!

আমাদের মধ্যে এমন অনেক মানুষ আছে যারা আজ পর্যন্ত ফজরের সময় ঘুম থেকে জেগে দেখেনি।

সূর্যের তাপেই তাদের ঘুম ভাঙ্গে।

জীবনে কখনও তারা ফজরের সিজদা করার সৌভাগ্য লাভ করেনি।

আমাদের মধ্যে এমন কত মানুষ আছে, যে জীবনে একবারও আল্লাহকে সিজদা করতে পারিনি।

আমাদের সমাজে এমন কত ঘর আছে যে ঘরের কেউই আল্লাহর কালাম পড়তে শিখেনি। এমন অনেক ঘর পড়ে আছে যে ঘরে কখনও আল্লাহর কালামের তিলাওয়াত হয়নি।

এমন কত ঘর আছে, যে ঘরে কখনও কোনো মানুষ আল্লাহকে একটি সিজদা করেনি।

শিশুও করেনি, বৃদ্ধও করেনি।

নারীও করেনি, পুরুষও করেনি।

এ বঞ্চনা ও এ পতনের কি কোনো শেষ আছে? অথচ সকলকেই আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু তার প্রস্তুতি কোথায়?

হযরত মুআযা (র.)-এর মৃত্যুমুখে হাসি

এক বিখ্যাত তাপসী নারী হযরত মুআযা আদাবিয়্যা (র.)। বর্ণিত আছে, প্রতিটি রাতের শুরুতেই সে নিজেকে নিজে এই বলে প্রস্তুত করতো, হে মুআযা! এটাই তোমার জীবনের সর্বশেষ রাত। এরপর আগামীকালের সূর্য দেখা তোমার ভাগ্যে আর জুটবে না। কিছু যদি করতে চাও তাহলে এই রাতেই করে নাও।

তারপর মুসল্লায় বসে পড়তেন। ইবাদত করতে করতে মুসাল্লায় ঘুমিয়ে পড়তেন। অতঃপর জেগে ওঠতেন। আবার ডুবে যেতেন ইবাদতে। নিজেকে পুনরায় শুধাতেন, এই রাতই তোমার সর্বশেষ রাত। আগামীকালের সূর্যোদয় হয়তো তুমি আর দেখবে না। যদি কিছু করতে হয়, এখনই করে নাও। এভাবে সারা রাত মগ্ন থাকতেন ইবাদতে।

www.BANGLAKITAB.com

অবশেষে যখন মৃত্যু ঘনিয়ে এলো তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন। পর মুহূর্তে আবার হাসতে লাগলেন। উপস্থিত মহিলারা জিজ্ঞেস করলো, আপনি কাঁদলেনই বা কেন আবার হাসলেনই বা কেন?

তিনি বললেন, কেঁদেছি এইজন্য- আজ থেকে আমি আর নামায পড়তে পারবো না, রোযা রাখতে পারবো না। নামায রোযার এই বঞ্চনা চিন্তা আমাকে কাঁদিয়েছে। আর হেসেছি এজন্য- (তাঁর স্বামী ছিলেন একজন উঁচু স্তরের তাবিঈ। নাম ছিল সিলআ ইবনুল উশাইম (র.)। তিনি আল্লাহর পথে জিহাদ করতে গিয়ে শাহাদতবরণ করেছিলেন।) আমার স্বামী আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে বলছে, ওগো! তোমাকে নিতে এসেছি। এই কারণে হাসছি। আল্লাহ পাক আমাকে আমার স্বামীর সাথে মিলিত করেছেন। তিনি আমার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। আর আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বলছেন- তোমাকে নিতে এসেছি। এ কথা বলেই তিনি জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ফিরাউনের দাসীর দৃঢ়তা

ফিরাউনের এক দাসী ছিল। গোপনে সে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। টাকা-পয়সা যেমন লুকানো থাকে না, ইসলামও তেমনি লুকিয়ে রাখা যায় না। কৃপণ ব্যক্তির পক্ষে হয়তো টাকা-পয়সা লুকিয়ে রাখা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু ঈমান কারও পক্ষেই লুকিয়ে রাখা সম্ভব হয় না। তাই ধীরে ধীরে দাসীর ঈমানের কথা ফিরাউনের কানে গিয়ে পৌছে। ফিরাউন তাকে ডেকে পাঠায়। তার ছিল ছোট দুই কন্যা। একজন ছিল দুগ্ধপায়ী শিশু। ফেরাউন একটি বড় ডেগে তেল ঢেলে গরম করতে নির্দেশ দেয়। তারপর তেল যখন ফুটন্ত হয়ে ওঠে, তখন দাসীকে বলে, যদি তুমি আমাকে খোদা না মান তাহলে তোমার সন্তান এখনই তোমার থেকে করুণভাবে বিদায় নিবে। যদি তুমি মূসার খোদাকে খোদা মান, তাহলে আমি প্রথমে তোমার দুই কন্যাকে এই ফুটন্ত তেলে পুড়িয়ে মারবো, অতঃপর মারবো তোমাকে। দাসী বললো, আমার তো দুই মেয়ে মাত্র। যদি আমার তৃতীয় কোনো সন্তান থাকতো তাহলে সেই সন্তানকেও আমি আল্লাহর রাহে বিসর্জন দিতাম। সুতরাং তুমি যা কিছু করতে চাও করো। আমি এর প্রতিদান আল্লাহর কাছে চাইবো।

www.BANGLAKITAB.com

ফিরাউন বড় মেয়েটিকে তুলে নিয়ে সেই ফুটন্ত তেলের মধ্যে ছেড়ে দিল। মায়ের চোখের সামনে তার নাড়ী ছেঁড়া ধন সন্তান পুড়ে ভুনা হয়ে গেল। এই দৃশ্য কি কারো ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব। এই ভাব ব্যক্ত করতে দুনিয়ার সকল ভাষা অক্ষম। এখানে এসে বুঝি দুনিয়ার সকল ভাষা ও সাহিত্যই বোবা হয়ে যায়। হৃদয় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। ভাষা অক্ষমতা প্রকাশ করে। বেদনা ব্যক্ত করা যায় না।

আল্লাহ পাকের রহমাত তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে। সরে যায় মায়ের চোখের সামনে থেকে পার্থিবতার পর্দা। অদৃশ্য দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। মা পরিষ্কার দেখতে পায় তার কন্যার আত্মা তার দেহ থেকে মুক্ত হয়ে উড়ে যাচ্ছে। যেতে যেতে বলে যাচ্ছে, মা ধৈর্য ধর। জান্নাতে দেখা হবে।

তারপর ফিরাউন তার বুক থেকে তার দুগ্ধপায়ী শিশুটিকে ছিনিয়ে নেয়। দুধের শিশুর সাথে মায়ের বন্ধন থাকে সবচেয়ে গভীর। দুধের সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা থাকে বর্ণনাতীত। মায়ের চোখের সামনেই দুধের শিশুটিকে ফুটন্ত তেলে ছেড়ে দিল ফেরাউন। মা তাকিয়ে দেখছে। তার চোখের সামনে তার সন্তান ফুটন্ত তেলে ভুনা হচ্ছে।

এই দুনিয়াতে মায়ের মমতার কোনো তুলনা হয় না। এ কারণেই আল্লাহ পাক বান্দার প্রতি তাঁর ভালোবাসাকে মায়ের ভালোবাসার সাথে তুলনা করেছেন। বলেছেন, আমি আমার বান্দাকে তার মায়ের চেয়েও অধিক ভালোবাসি। বাবার ভালোবাসার সাথে তুলনা দেন নি। কারণ, মা সন্তানকে বাবার চাইতে অনেক বেশি ভালোবাসে। সেই মমতাময়ী মায়ের চোখের সামনেই তার দুই সন্তানকে ফুটন্ত তেলে যখন ভুনা করা হলো তখন আল্লাহ পাক মায়ের চোখের সামনে থেকে অদৃশ্যের পর্দা তুলে দিলেন। মা দেখলো, তার সন্তানের আত্মা দেহ থেকে মুক্ত হয়ে উড়ে যাচ্ছে এবং বলে যাচ্ছে মা, ধৈর্য ধর! ধৈর্য ধর! তোমার জন্যে পুরস্কার অপেক্ষা করছে। আমাদের সামনে জান্নাত প্রস্তুত। আমরা শীঘ্রই জান্নাতে গিয়ে মিলিত হবো।

মা-কন্যা তিনজন এক সাথে জীবন বিলিয়ে দিল আল্লাহর নামে। তাদের পোড়া হাড়গুলো পুঁতে রাখা হলো মাটিতে।

এই ঘটনার দুই হাজার বছর পর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাচ্ছেন মি'রাজে। বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে যখন তিনি

www.BANGLAKITAB.com

আসমানের দিকে যাত্রা করেন, তখন মাটির নিচ থেকে জান্নাতের খুশবো এসে তাঁকে আমোদিত করে তুলে। সেখান থেকে কাছেই মিসর। জান্নাতের খুশবো এসে নাসিকাগ্র স্পর্শ করতেই বললেন, জিবরাইল! জান্নাতের খুশবো পাচ্ছি। কোথেকে আসছে এই সুঘ্রাণ! হযরত জিবরাইল (আ.) বলেন, দুই হাজার বছর আগে ফিরাউনের এক ঈমানদার দাসী তাঁর দুই কন্যাসহ যারা আল্লাহর নামে জীবন উৎসর্গ করেছিল, তাঁদের হাড় থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে এই সুঘ্রাণ।

এই দৃশ্য দেখে ভেতরটা গলে যায় ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়ার। আসিয়া সাথে সাথে মুসলমান হয়ে যায়। একজন মা তার চোখের সামনে এভাবে সন্তান বিসর্জন দিতে পারে, এ কথা কল্পনাও করতে পারেনি আসিয়া। এই দৃশ্য তার হৃদয়ে এতটা আলোড়ন সৃষ্টি করে, সে ভাবতে বাধ্য হয় একমাত্র সত্য প্রভু ছাড়া আর কারও জন্যে এভাবে জীবন দেয়া অসম্ভব।

নিশ্চয়ই হযরত মূসা (আ.)-এর দ্বীনই সত্য দ্বীন।

আসিয়া ছিল ফিরাউনের সবচেয়ে প্রিয় জীবনসঙ্গিনী। যখন জানতে পারলো, তার সবচেয়ে প্রিয়তমা জীবনসঙ্গিনী মুসলমান হয়ে গেছে, তখন তার মহলে শোকের ছায়া নেমে এলো। নানা কৌশল অবলম্বন করলো। যখন কিছুতেই কিছু হলো না, সবশেষে জেলখানায় বন্দী করে রাখলো। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় দগ্ধ করলো। কিন্তু ঈমান এমন এক শক্তি, আঘাত পেলে যা বেড়েই চলে। এখানে যতই যন্ত্রণা আসে ততই তা আরো শক্তিশালী হয়। যত শক্তভাবে আঘাত করা হয়, ততই তার শেকড় আরো গভীরে চলে যায়। যত বাধা আসে, যত প্রতিকূলতা আসে ঈমান তত শক্তিশালী হয়। ততই প্রাণিত হয়। আর জীবনে যত সুখ আসে, যত ভোগ আসে ঈমান ততই দুর্বল হতে থাকে, হালকা হতে থাকে। ক্ষুধা যন্ত্রতা, আসিয়া সয়ে নিয়েছে। তৃষ্ণা এসেছে, বেত্রাঘাতের ফয়সালা হয়েছে, তাও মাথা পেতে নিয়েছে। তবুও ফেরাউনের আবদার মানেনি। সর্বশেষ নির্দেশ এলো, একে শূলিতে চড়াও। এটা ছিল ফিরাউনের সর্বশেষ কৌশল।

দুনিয়ার ইতিহাসে সর্বপ্রথম শূলি ও ফাঁসি আবিষ্কার করেছে ফিরাউন। দুই হাতের তালু কাঠের উপর বিছিয়ে তাতে পেরেক মেরে দিত। অনুরূপ ভাবে পেরেক মেরে দিত দুই পায়ে। অতঃপর সে কাঠ ব্যক্তিসহ দাঁড়

www.BANGLAKITAB.com

করিয়ে দিত। তারপর সেই কাতরাতে কাতরাতে জীবন দিয়ে দিত। এভাবে শূলিতে দিয়ে মানব হত্যার কৌশল সর্বপ্রথম আবিষ্কার করে ফিরাউন।

ফিরাউন নির্দেশ দিলো, আসিয়াকে শূলিতে চড়াও। শুরু হলো হযরত আসিয়াকে শূলিতে চড়ানোর প্রস্তুতি। শক্ত তৃণ যে হাতকে কখনও স্পর্শ করেনি। সে হাতে লোহার পেরেক মারা হলো। নির্দেশ দেয়া হলো, তার দেহের চামড়া আলাদা করে দাও। সে সময় ছিল বড় করুণ। ঈমান আঘাত পেলে জ্বলে ওঠে। হযরত আসিয়া এই ভয়াবহ বিপদ মুহূর্তে আল্লাহ পাকের দরবারে দুআ করলেন। তার সে দুআয় সেদিন আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল। তার সে দুআকে আল্লাহ পাক এমনভাবে কবুল করেছিলেন পরবর্তীতে সেটাকে কোরআনে কারীমের অংশ করে দিয়েছেন। কিয়ামত পর্যন্ত এই উম্মত কোরআন তিলাওয়াত করবে। তিলাওয়াত করবে হযরত আসিয়ার সেই দুআ। স্মরণ করবে তাঁর হৃদয়বিদারক ঘটনা। আসিয়া দুআ করলো–

رَبِّ ابْنِ لِى عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ

হে আমার প্রতিপালক! তোমার সান্নিধ্যে জান্নাতে আমার জন্যে একটি গৃহ নির্মাণ কর। [তাহরীম : ১১]

আল্লাহ পাক কোরআনে কারীমে আমদেরকে সেই ঘটনাই শুনিয়েছেন বলেছেন – وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَةَ فِرْعَوْنَ

আল্লাহ পাক মুমিনদের জন্যে ফিরাউন পত্নীর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

বলেছেন– শোন! ফিরাউনের স্ত্রীর গল্প শোন।

اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِىْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَنَجِّنِىْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

যখন সে প্রার্থনা করেছিল, হে আমার প্রতিপালক! তোমার সান্নিধ্যে জান্নাতে আমার জন্যে একটি গৃহ নির্মাণ কর। আর আমাকে উদ্ধার কর

www.BANGLAKITAB.com

ফিরাউন ও তার দুষ্কৃতি থেকে এবং আমাকে রক্ষা কর জালিম সম্প্রদায় থেকে। [তাহরীম-১১]

এ ছিল হযরত আসিয়ার দুআ। সে দুআ আজও আমরা কোরআনে পড়ি। কিয়ামত অবধি পঠিত হতে থাকবে সে দুআ।

তাঁর এ দুআ শুনে আল্লাহ পাক জান্নাতের রিজওয়ান ফেরেশতাকে বললেন, পর্দা সরিয়ে দাও। জান্নাতে আসিয়ার ঘরটি আসিয়াকে দেখতে দাও। শূলিতে ঝুলতে ঝুলতে আসিয়া প্রত্যক্ষ করছিল জান্নাতে নির্মিত আসিয়ার ঘর। জান্নাতের ঘর প্রত্যক্ষ করতেই আল্লাহ তাআলার নির্দেশে ফেরেশতা তাঁর রূহ কবজ করে নেয়। তাঁর দ্বিতীয় দুআও আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয়ে যায়। মুক্তি পায় সে ফিরাউনের অত্যাচার থেকে। অত্যাচার থেকেও মুক্তি, সাথে সাথে জান্নাতে নিজের ঠিকানা দর্শন।

হযরত আসিয়ার মর্যাদা এই ঘটনা দ্বারাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রথম স্ত্রী হযরত খাদিজা (রা.)-এর মৃত্যু যখন ঘনিয়ে আসে, তখন তাঁকে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, খাদিজা! তুমি যখন জান্নাতে যাবে তখন তুমি তোমার সতীনকে আমার সালাম বলো। হযরত খাদিজা (রা.) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমিই তো আপনার প্রথম স্ত্রী। আমার আবার সতীন কে? হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়াকেও আল্লাহ পাক জান্নাতে আমার সাথে বিয়ে দিবেন। এ থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয়, জান্নাতে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আসনও হবে সবার ঊর্ধ্বে। কারণ, হযরত আসিয়া তো আল্লাহ পাকের সান্নিধ্যে গৃহ প্রার্থনা করেছিল। আযানের পরের দুআয় আমরা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য আল্লাহ পাকের কাছে সেই সর্বোচ্চ প্রশংসিত আসনই প্রার্থনা করি। আমরা বলি-

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ
مُحَمَّدَ الْوَسِيْلَةَ

www.BANGLAKITAB.com

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

তাবলীগের নামে এই যে চেষ্টা সাধনা চলছে এ কোনো নতুন বিষয় নয়। আমরা মূলত আমাদের ভুলে যাওয়ার অতীত দিনের ঘটনাকেই নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমরা শুধুমাত্র এতটুকু কথা মনে করিয়ে দিতে চাই, আমরা তো মূলত মুসলমান হতেও শিখিনি।

আমরা শিখেছি ডাক্তার হতে।

আমরা ইঞ্জিনিয়ার হতে শিখেছি।

আমরা ড্রেস কিনতে শিখেছি।

আমরা অলংকার বানাতে শিখেছি।

আমরা গৃহ বানাতে শিখেছি।

কিন্তু মুসলমান হতে শিখিনি।

কোথায় শিখলাম?

কখন শিখলাম?

কিভাবে শিখলাম?

আমরা আমাদের বিদ্যালয়ে কি মুসলমান হতে শিখেছি?

আমাদের মা-বাবার চিন্তা ছিল আমরা যেন পড়াশুনায় ভালো করি। স্কুল কর্তৃপক্ষের ভাবনা ছিল- আমাদের ফলাফল যেন ভালো হয়। বাবার চিন্তা ছিল ব্যবসা নিয়ে। মায়ের চিন্তা ছিল ঘরের পরিপাটি ও জৌলুসপূর্ণ আসবাবপত্র নিয়ে। আমি মুসলমান হতে শিখলাম কি না- এ নিয়ে মায়ের কোনো ভাবনা নেই। আমি মুসলমান হতে পারলাম কি না- এ নিয়ে বাবার কোনো চিন্তা নেই। এভাবেই তো চলেছে আমাদের জীবন। আজ কেউ আমাদের মাথায় হাত রেখে বলে না, মুসলমান হতে শিখো। আজকের প্রজন্মের প্রতি এর চেয়ে বড় জুলুম আর কিছুই নেই। আজকাল তাদেরকে কেউ মুসলমান হওয়ার কথা বলে না।

মা-বাবার দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতে হবে

আমাদের মা-বাবা হয়তো খুব বেশি বললে এতটুকু বলে দেন- বাবা, সৎ হও। কেউ কেউ আবার বলে, সন্তানকে তো কোরআন মাজীদ পড়িয়ে

www.BANGLAKITAB.com

দিয়েছি। আমি বলি, শুধু কোরআন শরীফ পড়িয়ে দিলেই কি তা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়? তাকে ইসলামী জীবন শিখাতে হবে না? ইসলামী জীবন শিখাতে হলে মুসলমান বানাতে হবে। আমরা বিশ্বময় ঘুরে ঘুরে মূলত এ কথাই বলি। আমি আমার কথাই বলি, আমার বাবা আমাকে ডাক্তার বানাতে চেয়েছিলেন। তাইতো প্রতি তিন-চারদিন পর পর আমাকে লেকচার শুনতে হতো। আমাদের পার্শ্ববর্তী এক গরীব পরিবার ছিল। সেই পরিবারের এক ছেলে ডাক্তারী পাস করে পরে বেশ পয়সা উপার্জন করেছিল। চারদিকে এই নিয়ে হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। আমার পরিবারের লোকেরা প্রায়ই আমাকে তার কথা শোনাতো। বলতো, দেখ না কেমন গরীব ছিল! ছেলেটা ডাক্তার হলো, অমনি কোত্থেকে কোথায় চলে গেল। তুমি যদি ডাক্তার হতে পারো, তবে তুমিও তার মতো সম্মান পাবে।

আজ তবে সকল মা-বাবাই সন্তানদেরকে এই সবকই দিয়ে থাকে। ভুলেও কোনো মা কিংবা কোনো বাবা ছেলেকে এই বলে উপদেশ দেয় না, তোমাকে অবশ্যই মরতে হবে। তোমাকে কবরে যেতে হবে। কবরের জন্যে প্রস্তুত হও। সেখানে তোমাকে তাকওয়া, আল্লাহর ভয় এবং নেক আমলই শুধু উপকৃত করবে। কোনো মা-বাবাই সন্তানকে বলে না, তোমাকে আল্লাহ পাকের সামনে উপস্থিত হতে হবে। আমরা চাই, তোমাকে সদকায়ে জারিয়া হিসেবে রেখে যেতে। আমরা চলে গেলে তুমি আমাদের নামে দান-সদকা করবে। তোমার দ্বারা আমরা কবরে থেকেও উপকৃত হবো। তোমার ডাক্তারি তো কবরে আমাদেরকে কোনো উপকার করবে না। আমাদেরকে উপকৃত করবে, তোমার নামায, তোমার যিকির, তোমার তিলাওয়াত। এভাবেই মূলত ঈমান শেখা হয়। মুসলমানের গৃহেই ঈমানের চাষ হয়। ঈমানী জীবন চর্চা এখান থেকেই শুরু করতে হয়। এটা বাইরে থেকে আমদানি করা কোনো বিষয় নয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হলো, আমরা মুসলমান হতে শিখিনি।

আবদুল কাদির জিলানী (র.)-এর প্রসিদ্ধ ঘটনা, মায়ের উপদেশ

সেকালে মানুষ দল বেঁধে বিরাট কাফেলা করে এক দেশ থেকে আরেক দেশে ছুটে যেত। এমনি এক কাফেলায় ইলম শেখার জন্যে রওনা হয়েছেন শায়খ আবদুল কাদির জিলানী (র.)। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র

www.BANGLAKITAB.com

চৌদ্দ বছর। পথে তাদের কাফেলায় ডাকাত দল হামলা করলো। কাফেলার সমস্ত সম্পদ তারা লুটে নিল। হযরত জিলানী (র.) যেহেতু ছোট ছিলেন তাই ডাকাতরা কল্পনাও করেনি তার কাছেও টাকা-পয়সা কিছু থাকবে। সুতরাং এমনিতে এক ডাকাত তাকে জিজ্ঞেস করলো, বাপু তোমার কাছে কিছু আছে কি? হযরত জিলানী (র.) বললেন, হ্যাঁ আছে। জিজ্ঞেস করলো, কী আছে? বললেন, চল্লিশটি দিনার আছে। সে সময়ে চল্লিশ দিনারের অর্থ হলো পুরো এক বছরের খরচ। মোটেও তুচ্ছ পরিমাণ নয়। এ কথা শুনে তো ডাকাত বিস্ময়ে বিমূঢ়। জিজ্ঞেস করলো, কোথায় আছে দিনারগুলো? বললেন, এই তো আমার জামার আস্তিনে সেলাই করে রাখা হয়েছে। ডাকাত বললো, বাপু! তুমি যদি আমাকে দিনারের কথা না বলতে, তাহলে তো আমি কোনভাবেই জানতে পারতাম না তোমার কাছে দিনার আছে। হযরত জিলানী (র.) বললেন, আমার মা আমাকে উপদেশ দিয়েছেন- বাবা, সদা সত্য কথা বলবে। যদি জীবন চলে যায় তবুও মিথ্যে বলবে না। এ হলো মায়ের শিক্ষা। এখন যদি মা-ই না জানে সত্য কথা বলা মুক্তির পথ, তাহলে সন্তানকে কি শেখাবে?

ডাকাত হযরত জিলানী (র.)-কে ধরে তাদের সরদারের কাছে নিয়ে গেল। বললো, শুনুন সরদার! এ ছেলে কী বলে! হযরত জিলানী (র.) সব কথা বলে দিলেন। সরদার বললো, বাপু! তোমার কাছে যে দিনার আছে এটা তো তুমি না বললেও পারতে। তুমি না বললে তো আর আমরা জানতে পারতাম না, তোমার কাছে দিনার আছে। হযরত জিলানী (র.) বললেন, এটা আমার মায়ের উপদেশ। মা বলেছেন, যদি জীবন চলে যায় তবুও মিথ্যে কথা বলবে না। এ কথা শুনে ডাকাত দলের সরদার এমনভাবে কাঁদতে শুরু করে, তার অশ্রুতে দাড়ি ভিজে যায় এবং সে বলে ওঠে, হে আল্লাহ! এই নিষ্পাপ বালক তার মায়ের এতটা অনুগত। আর আমি একজন পরিপূর্ণ যুবক অথচ তোমার অবাধ্য। তুমি আমাকে মাফ করে দাও। তারপর ডাকাত দলের সকলেই আল্লাহ পাকের দরবারে তাওবা করে পাপের পথ থেকে ফিরে আসে।

এখানে লক্ষ্যানীয় হলো, তাদের এই তাওবা ও সৎপথে ফিরে আসার ব্যাপারে যিনি অসিলা, তিনি হলেন আবদুল কাদির জিলানী (র.)-এর মা।

www.BANGLAKITAB.com

তিনি আছেন জিলান শহরে। তিনি জানেন না, তাঁর ছেলে কোথা থেকে কোথায় চলে গেছেন।

এই তাবলীগের মাধ্যমে আমরা মূলত ইসলামী জীবনেরই অনুশীলন করি। তিন চার বছর পূর্বের কথা আমরা গাশ্‌ত করতে করতে এক ঘরে গিয়ে পৌঁছলাম। ঘর থেকে একজন ছেলে বেরিয়ে এলো। জিজ্ঞেস করলাম, বাপু! তোমার নাম কী?

: উমর।

: তুমি উমর (রা.)-কে চেনো?

: নাম শুনেছি।

এ কথা শুনতেই আমার মনের ভেতর এমন আঘাত লাগলো সে আঘাতের কথা আজও পর্যন্ত আমি ভুলতে পারি নি। আঠার বছরের একজন যুবক। অথচ সে বলছে, হযরত উমর (রা.)-এর নাম শুনেছি। এটা তার দোষ নয়। দোষ তার মা-বাবার। তার মা-বাবা তাকে শেখায়নি হযরত উমর (রা.) কে ছিলেন।

আমরা এই তাবলীগের মাধ্যমে মূলত নিজেদেরকে মুসলমান বানাবার কলা-কৌশলই শিক্ষা দেই। তাইতো আমাদেরকে ঘরবাড়ি ছাড়তে হচ্ছে। তাছাড়া কিছু শিখতে হলে এমনিতেও ঘরবাড়ি ত্যাগ করতে হয়। আমার বয়স যখন এগার বছর, তখন আমার বাবা আমাকে লেখাপড়ার জন্যে লাহোরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমি আমার বাড়ির কথা কল্পনা করে সারাদিন কাঁদতাম। আচ্ছা, আমি যখন কাঁদতাম তখন আমার মা-বাবা কি কাঁদতো না? পরে আমার মা-বাবা আমাকে বলেছেন, আমাকে লাহোরে পাঠিয়ে তাদের সারাটা দিন কাটতো কেঁদে কেঁদে। তাদেরও কষ্ট হতো। এদিকে আমারও কষ্ট হতো। কিন্তু এই কষ্ট কেন? সন্তানকে ডাক্তার বানাবার জন্য। মাত্র এগার বছর বয়সের ছেলেকে লাহোর পাঠিয়ে দিয়েছেন ডাক্তার বানাবার জন্যে। আর আমরা যদি কোনো ছেলেকে চিল্লা-য় যাওয়ার কথা বলি তাহলে মা-বাবা কানে পড়তেই তাওবা তাওবা করে ওঠে। বলে ওঠে, আরে আমাদের ছেলেকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো? তখন আমরা বলি, নিয়ে তো যাচ্ছি তোমাদেরই উপকারের জন্যে। সে যদি

www.BANGLAKITAB.com

তাবলীগে গিয়ে মুসলমান হওয়া শিখতে পারে, তাহলে তার আজকের এই পড়াশোনা তোমাদের কবরেও কাজে লাগবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, দুনিয়ার জন্যে তো আমরা সব ব্যথা বরদাশত করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আখিরাতের জন্যেই কোনো ব্যথা বরদাশত করতে রাজি নই।

নিজের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য সন্তানকে গড়ে তুলতে হবে

মাতার ইবনে শুখাইর (র.) ছিলেন একজন উঁচু মাপের বুযুর্গ। একবার স্বপ্নে দেখলেন, এক বিরাট কবরস্থান। কবরগুলো সব বিদীর্ণ হয়ে গেছে। কবরের ভেতর থেকে মৃত লোকগুলো বেরিয়ে এসেছে এবং তারা সবাই মিলে কী যেন কুড়াচ্ছে। আর লক্ষ্য করলেন, তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি একটি গাছে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে আছে। বুযুর্গ সেই ব্যক্তির কাছে গেলেন। গিয়ে বললেন, ভাই এখানে এ কী হচ্ছে! সে বললো, আমরা সবাই মুসলমান। আমাদের সকলেরই মৃত্যু হয়েছে। জিজ্ঞেস করলেন, এই লোকগুলো এখানে কী কুড়াচ্ছে? বললো, আত্মীয়-স্বজনদের পাঠানো নেকী কুড়াচ্ছে। বুযুর্গ তাকে বললেন, তুমি কুড়াচ্ছো না কেন? বললো, আমার নেকী তো থোক হিসেবে আসে। আমি অনেক পাই, তাই এখানে কুড়াবার প্রয়োজন নেই। বুযুর্গ বললেন, তুমি কীভাবে অনেক নেকী পাও? বললো, আমার ছেলে হাফিযে কোরআন। সে প্রতিদিন পুরো কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করে এবং আমার নামে তা পাঠিয়ে দেয়। তাই আমাকে নেকী কুড়াতে হয় না। বুযুর্গ বললেন, তোমার ছেলে কী করে? বললো, অমুক বাজারে মিষ্টির ব্যবসা করে।

ভোর বেলা যখন ঘুম ভাঙলো তখন বুযুর্গ চলে গেলেন সেই বাজারে। গিয়ে দেখলেন, খুব সুন্দর মিষ্টি চেহারার এক যুবক। ভরাট দাড়ি। চেহারা উজ্জ্বল। মিষ্টি বিক্রি করছে আর তাঁর ঠোঁট দুটোও নড়ছে। তিনি তার কাছে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, বাবা তুমি কী পড়ছো?

বললো, কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করছি।

বললেন, কার জন্যে পড়ছো?

বললো, আমার বাবার জন্য পড়ছি।

: কেন পড়ছো?

www.BANGLAKITAB.com

: আমার বাবা আমার প্রতি অনেক অনুগ্রহ করেছেন, কোরআন পড়তে শিখিয়েছেন। আমার জীবিকার ব্যবস্থা করে গেছেন। যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন আমার জন্যে বহু কষ্ট করেছেন। তাই আমি চাই, প্রথমে আমি তাঁকে তাঁর সেইসব অনুগ্রহের বদলা দেব। এজন্যে আমি প্রতিদিন তাঁর জন্যে পুরো এক খতম কোরআন পড়ি। এক বছর কেটে গেল। বুযুর্গ পুনরায় স্বপ্নে দেখলেন। সেই কবরস্থান সেই মৃত মানুষের দল। গাছে হেলান দেয়া সেই লোকটি। তবে এবার সে আর গাছে হেলান দিয়ে বসা নেই। বরং অন্যদের সাথে সেও নেকী কুড়াচ্ছে। এটা দেখেই সাথে সাথেই বুযুর্গ চকিত হলেন। তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। ভোর বেলা উঠে বাজারে গেলেন। গিয়ে এক দোকানীকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাই এখানে এক যুবক মিষ্টির ব্যবসা করতো সে কোথায়? বললো, সে তো মারা গেছে। বুযুর্গ বুঝলেন এ কারণেই তার বাবার থোক হিসেবে নেকী পাওয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে।

আমরা মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে ঘুরে মূলত এ কথাই বলি। আমরা বলি, আমাদের উচিত আমাদের সন্তানদেরকে এমনভাবে গড়ে তোলা, যেন আমরা দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর তারা আমাদের জন্যে কিছু করতে পারে।

আমাদের নবী সর্বশেষ নবী। তাঁর পর এই দুনিয়াতে আর কোনো নবীর আগমন ঘটবে না। তাই কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের নিকট আল্লাহর দ্বীনের পয়গাম পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব আমাদের। যদি আমরা আমাদের মাঝে দ্বীন প্রচারের এই মহান চর্চাকে পরিহার করি, আমরা যদি আমাদের সন্তানদেরকে মুসলমান হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট না হই, তাহলে এক সময় পবিত্র ইসলামের এই ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়বে। তখন আমাদের আগামী প্রজন্ম হয়তো ইসলামের আলো থেকে বঞ্চিত হতে থাকবে।

গত বছর আমরা জামাতসহ অস্ট্রেলিয়া গিয়েছিলাম। অস্ট্রেলিয়ার পাশে বিশটি দ্বীপ রয়েছে। এই দ্বীপগুলোর সমস্ত অধিবাসীই এক সময় মুসলমান ছিল। এখন তারা সকলেই খ্রিস্টান। এর বিপরীত চিত্র দেখুন। আমাদের এই তাবলীগ জামাত যখন ইউরোপে পায়ে হেঁটে যাত্রা শুরু করলো, তখন দেখা গেল শুধু ফ্রান্সেই দেড় হাজার মসজিদ গড়ে উঠলো।

www.BANGLAKITAB.com

ইংল্যান্ডে গড়ে উঠলো প্রায় দুই হাজার মসজিদ। আমেরিকা ও কানাডায় গিয়ে লক্ষ্য করে দেখেছি, সেখানে আল্লাহর কালাম মানুষ শিখছে এবং শেখাচ্ছে। প্যারেস্টনের এক মাদরাসায় দেখেছি, দেড় হাজার শিশু কোরআন মাজীদ হেফয করছে। আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে লন্ডনে দেখেছি, সেখানকার মুসলমান নারীগণ বোরকা পড়ছে। এই অবস্থা প্যারিসে দেখেছি, সাউথ আফ্রিকায় দেখেছি, আমেরিকায় দেখেছি, কানাডায় দেখেছি। আসলে এ সবই এই জামাতের নূরানী মেহনতের বরকত।

মুহাম্মাদ ইবনে কাসিমের শাহাদত ও ইসলাম প্রচারে বর্ণনা

মুহাম্মাদ ইবনে কাসিম (র.) সতের বছর বয়সে ঘর থেকে বেরিয়েছেন এবং ভারতবর্ষের সিন্ধুতে আমাদের নিজ জেলা মুলতানে এসে পৌঁছেছেন। আমি জানতে চাই, তিনি কী কারণে আমাদের এই ভারতবর্ষে ছুটে এসেছিলেন? তাঁর কি ঘরবাড়ি ছিল না? তিনি কি তাঁর মা-বাবার প্রিয় সন্তান ছিলেন না? যুবক ছিলেন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের আপন ভাতিজা। বিয়ে করেছিলেন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের কন্যাকে। বিবাহিত জীবন যাপন করেছিলেন মাত্র চার মাস। তারপর সিন্ধু থেকে জিহাদের ডাক এসেছে তো ছুটে এসেছেন। এখানে কতদিন ছিলেন? মাত্র সোয়া দুই বছর। এরপর আর ঘরে ফিরে যাওয়ার সুযোগ হয়নি। এখানেই শাহাদাতবরণ করেছেন। মাত্র চার মাস তাঁর সংসার আবাদ ছিল। অবশেষে উজাড় হয়ে গেছে। কিন্তু একটি সংসার উজাড় হওয়ার পরিণতিতে হাজার বছর ধরে সিন্ধুতে ইসলাম আবাদ আছে। এখানে যত মানুষ মুসলমান হয়েছে, ইসলামী জীবনযাপন করেছে তাদের সমস্ত নেকী কবরে বসে পাচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনে কাসিম (র.)। কত মূল্যবান সওদা করে গেছেন। এক ঘর উজাড় হয়েছে, কিন্তু বিনিময়ে আবাদ হয়েছে হাজার ঘর! হিজরী ৯০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত এই মুলতানে যত মুসলমান বসবাস করেছে, আমল করছে তাদের সকলের নেক আমল মুহাম্মাদ ইবনে কাসিম (র.)-এর আমলনামায় লেখা হচ্ছে। যদি তিনি কুরবানী না দিতেন, তিনি যদি তাঁর সুখের সংসারকে উৎসর্গ না করতেন, তাহলে এখানে বসে আজ আমরা কিভাবে ইসলাম পেতাম? তাঁর কুরবানীতে, তাঁর স্ত্রী-সন্তানের কুরবানীতে আজ আমাদের ঘর উজালা হয়েছে ইসলামের আলোয়।

www.BANGLAKITAB.com

হযরত জাফর (রা.)-এর শাহাদত এবং উর্দূনে ইসলাম প্রচার

হযরত জাফর (রা.) ছিলেন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয়তম চাচা। তাঁর বয়স তখন ত্রিশ বছর। স্ত্রীর বয়স যখন উনিশ বছর, আল্লাহর রাসূল তাঁকে উর্দূনে পাঠান। তিনি সেখানেই শাহাদাতবরণ করেন। হযরত জাফর (রা.)-এর গৃহে ছিল তাঁর ছোট ছোট তিন পুত্র। আব্দুল্লাহ, আউন ও মুহাম্মাদ। তিনি যখন শাহাদতবরণ করেন তখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববীতে সমাসীন। এখানে বসেই তিনি আল্লাহর কুদরতে তাঁদের শাহাদাতের অবস্থা প্রত্যক্ষ করছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ করছিলেন প্রথমে হযরত জাফর শাহাদতবরণ করেছেন। তারপর হযরত যায়িদ শাহাদতবরণ করেছেন। অতঃপর শাহাদতবরণ করেছেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহুম। এমতাবস্থায় হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চোখ দিয়ে অবিরাম অশ্রু ঝরছিল। তিনি সেখান থেকে উঠলেন। সোজা হযরত জাফর (রা.)-এর গৃহে পৌঁছে গেলেন। হযরত জাফর (রা.)-এর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস তিন ছেলের জন্যে রুটি তৈরি করবেন বলে আটা মাখিয়ে রেখেছিলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গৃহে এসে বললেন- আবদুলাহ, আউন ও মুহাম্মদকে আমার কাছে ডাক। যখন তাদেরকে ডেকে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটে আনা হলো তখন তিনি তাদেরকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছিলেন, আর তাঁর চোখ থেকে অশ্রুবিন্দু ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ছিল। হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রা.) বলেন, এই দৃশ্য দেখে আমার মনে খটকা জাগলো- কিছু একটা ঘটেছে হয়তো। কিন্তু জিজ্ঞেস করার সাহস হয়নি। অবশেষে আমি বলেই ফেললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জাফরের কিছু হয়েছে? হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। ইরশাদ করলেন- اِحْتَسِبْى عِنْدَ اللّٰهِ

আল্লাহ পাকের কাছে প্রতিদান প্রত্যাশা কর।

আল্লাহ পাক তাঁকে কবুল করেছেন। এ কথা শুনতেই হযরত আসমা (রা.) বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। হযরত জাফর (রা.)-এর ছেলে হযরত

www.BANGLAKITAB.com

আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, তারপর থেকে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই সফর থেকে ফিরে আসতেন, হযরত হাসান ও হুসাইন (রা.)-এর আগে আমাকে আদর করতেন। আগে আমাকে কোলে বসিয়ে আদর করতেন, অতঃপর হাসান-হুসাইনকে। এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো, হযরত জাফর (রা.)-এর শাহাদাতের মাধ্যমে তাঁর একটি ঘর উজাড় হয়েছে। অথচ তার বিনিময়ে উজ্জ্বল হয়েছে পুরো উর্দূন। সেখানে প্রসারিত হয়েছে ইসলাম।

হযরত বাশীর (রা.)-এর মর্যাদা

হযরত বাশীর (রা.) একজন সাহাবী ছিলেন। তাঁর বাবা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে গিয়ে শাহাদাতবরণ করেন। ইতোপূর্বে তাঁর মাও ইন্তেকাল করেছেন। অতঃপর তিনি একা হয়ে পড়েন। বাবা যুদ্ধে গিয়েছেন, শহীদ হয়েছেন এ কথা তিনি জানেন না। যখন জানতে পেলেন মুজাহিদদের কাফেলা মদীনায় ফিরে এসেছে, তখন বালক বাশীর (রা.) ছুটে গেলেন মদীনার বাইরে বাবাকে আলিঙ্গন করবেন বলে। একটি পাথরের উপর দাঁড়িয়ে খুঁজতে থাকেন বাবার চেহারা। পুরো বাহিনী একেক করে মদীনায় ফিরে এসেছে। কিন্তু বাবাকে দেখতে পেলেন না। অবশেষে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছুটে আসেন। এসে তাঁর সামনে দাঁড়ান। প্রশ্ন করেন-

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَاذَا فَعَلَ اَبِىْ؟ فَاَعْرَضَ عَنِّىْ

আমার বাবার কী হয়েছে ইয়া রাসূলাল্লাহ? বাবাকে দেখছি না কেন?

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রশ্ন শুনে মুখ ফিরিয়ে নেন।

আবার একই প্রশ্ন, আমার বাবার কী হয়েছে?

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবারও মুখ ফিরিয়ে নেন।

বালক বাশীর (রা.)-এর আবারও একই প্রশ্ন, আমি আমার বাবাকে দেখছি না কেন?

www.BANGLAKITAB.com

এবার আর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীরব থাকতে পারলেন না। কেঁদে ফেললেন।

فَاسْتَعْبَرَ وَبَكٰى

হযরত বাশীর (রা.) বলেন, তখন আমিও আল্লাহর রাসূলের পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকলাম। বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মা চলে গেছেন, বাবাও চলে গেলেন। এই দুনিয়াতে আমার কেউ রইলো না।

তখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আলিঙ্গন করে বললেন–

أَمَا تَرْضٰى أَنْ يَّكُوْنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ أَبَاكَ وَعَائِشَةُ أُمَّكَ

তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও, আজ থেকে আমি তোমার বাবা এবং আয়েশা তোমার মা?

আজ সবচে' বড় বেদনার বিষয় হলো আমরা গল্প পড়ি, উপন্যাস পড়ি, ডাইজেস্ট পড়ি, অথচ সাহাবায়ে কিরামের জীবনী পড়ি না। তাঁরা কীভাবে নিজেদের স্ত্রী-সন্তানকে বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর পয়গামকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, সেই কাহিনী আমরা পড়ি না। আর সেইসব কাহিনী তো আমাদের পত্রিকাগুলোতে ছাপা হয় না। ডাইজেস্টে ছাপা হয় না। তা তো ছাপা আছে আল্লাহর কালামে। সাহাবায়ে কিরামের জীবনীতে। আজও যদি আমরা তাঁদের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি, তাহলে নিশ্চিত যে আমাদের জীবন আবাদ হবে। আবাদ হবে আমাদের দেশ। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে এই উপলব্ধি দান করুন। আমীন।

নেক আমলের প্রতিদান ও বদ আমলের পরিণতি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى، وَسَلَامٌ عَلٰى خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ، أَمَّا بَعْدُ :

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

www.BANGLAKITAB.com

إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ الْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِيْنَ وَالصّٰئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرَاتِ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيْمًا

আল্লাহ পাক কোরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেন–

অবশ্য আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী নারী– এদের জন্যে আল্লাহ রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান। [আহযাব : ৩৫]

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ পাক মুসলমানদের দশটি গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। যদি এই দশটি গুণ মুসলমান নারী ও পুরুষগণ হাসিল করতে পারে, তাহলে তারা অবশ্যই সফলকাম। সুতরাং দুনিয়ার যে কোনো নারী ও পুরুষ এই গুণ দশটি অর্জন করতে পারবে, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে সেই বিজয় ও সফলতার সনদ লাভে ধন্য হবে।

সফলতার প্রথম শর্ত

আয়াতে উল্লেখিত সফলতার পহেলা শর্ত হলো ইসলাম। ইরশাদ হয়েছে–

www.BANGLAKITAB.com

إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ

ইসলাম গ্রহণকারী তথা আত্মসমর্পণকারী নারী ও পুরুষগণ।

এটা সফলতার জন্যে প্রথম শর্ত। ইসলাম গ্রহণ করতে হবে। ইসলামের কিছু আমল রয়েছে যা দৃশ্যমান। যেমন- আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের প্রতি অকুণ্ঠ ইয়াকীন, নামায, রোযা, হজ্জ যাকাতের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস।

ইসলামের হাকীকত কী-এ সম্পর্কে এক সাহাবী হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন-

مَا الْإِسْلَامُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইসলামের মূল মর্ম কী?

উত্তরে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

ইরশাদ করেছিলেন - اَنْ تُسْلِمَ قَلْبَكَ لِلّٰهِ

তোমার অন্তর আল্লাহ্ পাকের কাছে সঁপে দিবে এটাই ইসলাম।

অর্থাৎ তোমার অন্তরে আল্লাহ ব্যতীত কিছু থাকতে পারবে না। দুনিয়ার যে কোনো নারী ও পুরুষের হৃদয় যখন আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছু থেকে পাক-পবিত্র হয়ে উঠবে, হৃদয় ও আত্মা যখন পরিপূর্ণরূপে সমর্পিত হবে, কেবলই আল্লাহর দিকে তখনই তাকে বলা যাবে সে মুসলমান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন-

وَاَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِكَ وَيَدِكَ

ইসলাম হলো তোমার হাত ও মুখ থেকে যেন অন্য সব মুসলমান নিরাপদ থাকে।

সফলতার দ্বিতীয় শর্ত

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন-

www.BANGLAKITAB.com

وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ

মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী।

ঈমানের ভিত্তি কী? ঈমানের ভিত্তি হলো আল্লাহ পাক, আল্লাহ তাআলার ফেরেশতাগণ, নবী ও রাসূলগণ, আসমানী কিতাবসমূহ, আখিরাত এবং তকদীরের প্রতি পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাস স্থাপন করা। তবে ঈমানের আসল হাকীকত ও মর্ম কী এ বিষয়ে এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন–

مَا الْاِيْمَانُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঈমানের হাকীকত কী?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন–

اَلصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ

ধৈর্য ও ক্ষমাই হলো ঈমানের প্রকৃত মর্ম।

হাদীসে উল্লেখিত 'সামাহাত' শব্দটির মর্ম কেউ কেউ বলেছেন 'দানশীলতা'। সেই হিসেবে ঈমানের আসল মর্ম দাঁড়ায় ধৈর্য ও দানশীলতা। সাহাবী পুনরায় প্রশ্ন করলেন–

اَيُّ الْاِيْمَانِ اَفْضَلُ؟

সবচে' উত্তম ঈমান কী?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন–

حُسْنُ الْاَخْلَاقِ

উত্তম চরিত্রই হলো সবচে' উত্তম ঈমান।

চরিত্রের পতন

আমাদের এই পাঞ্জাবের মতো দুনিয়াতে এমন অনেক শহর আছে যেখানে নামায কিংবা পর্দার কোনো রেওয়াজ নেই। তবে আমাদের সীমান্ত অঞ্চলে আলহামদুলিলাহ নামাযের প্রচলন আছে, পর্দারও প্রচলন

www.BANGLAKITAB.com

আছে। তবে আজকাল নামাযের চেয়ে বে-নামাযীর সংখ্যাই ক্রমাগত বেড়েই চলছে। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, উত্তম চরিত্র বলতে হাদীস শরীফে যে কথা বলা হয়েছে তার উপস্থিতি পাঞ্জাবে নেই, সীমান্ত অঞ্চলে নেই, বেলুচিস্তানে নেই, সিন্ধুতে নেই– দুনিয়ার অধিকাংশ স্থানেই নেই।

দুনিয়ার লাখ লাখ নারী পুরুষ চষেও একজন উত্তম চরিত্রবান মানুষ আবিষ্কার করা এখন এক দুঃসাধ্য বিষয়। অথচ ঈমানের পূর্ণতা হাসিল হয় না চারিত্রিক উৎকর্ষ ব্যতিরেকে। হাদীসে আছে, এক সাহাবী হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে আরয করলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ!

أُرِيْدُ اَنْ يَّكْمُلَ اِيْمَانِى

আমি আমার ঈমানের পূর্ণতা চাই।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন–

حَسِّنْ خُلُقَكَ يَكْمُلُ اِيْمَانُكَ

তুমি তোমার চরিত্রকে সুন্দর কর, তোমার ঈমান এমনিতেই পূর্ণ হয়ে উঠবে।

বর্তমানে মুসলিম উম্মাহর সবচে' বড় সংকট হলো চারিত্রিক সংকট। পুর্ব-পশ্চিম সাদাকালো নারী-পুরুষ কোথাও আজ চরিত্রের ঝলক নজরে আসে না। বরং চরিত্রের পতন সর্বত্র স্পষ্ট। নারী-পুরুষ কারও মধ্যেই অন্যকে ক্ষমা করা কিংবা ছাড় দেয়ার প্রেরণা লক্ষ্য করা যায় না। শুধু যে নিজেরাই চরিত্র থেকে মাহরূম তা নয়। বরং সন্তানকেও চরিত্র শোভায় সজ্জিত করে গড়ে তোলার কথা আমরা ভাবি না। যে কারণেই ছোট ছোট বিষয় নিয়ে আমাদের মধ্যে অহরহ ঝগড়া-বিবাদ বেধে যায়। যা শেষ পর্যন্ত খুন পর্যন্ত গিয়ে গড়ায়। আমাদের সমাজের একজন আরেকজনকে খুব সহজেই আঘাত করে বসে। অল্পতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তাদের মনে যেন একটুও নাড়া না দেয় যে, তাদের উপরও একজন আছেন যিনি তাকে পাকড়াও করতে পারেন এবং তাঁর সামনে একদিন তাকে অবশ্যই উপস্থিত হতে হবে। মূলত আমাদের সমাজে এসব ঝগড়া-ঝাটি, জুলুম-নির্যাতন ও খুন-খারাবির মূল ভিত্তি হলো চারিত্রিক অধঃপতন। আমরা চরিত্র থেকে রিক্ত হয়ে পড়েছি বলেই আমাদের মধ্যে ধৈর্য নেই, নেই ক্ষমা ও অন্যকে মেনে নেয়ার প্রেরণা।

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহর দরবারে প্রথম যে বিচার হবে

কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের দরবারে সর্বপ্রথম উত্থাপিত হবে হত্যার মোকাদ্দমা। হত্যা সম্পর্কেই তিনি সর্বপ্রথম ফয়সালা দিবেন। মোকাদ্দমাটি হবে হযরত আদম (আ.)-এর দুই ছেলে হাবীল ও কাবীলের। হাবীলের মস্তক থাকবে কাবীলের হাতে। আর হাবীল কাবীলের বুক চেপে ধরে আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত করবে। কারণ, কাবীল হাবীলকে হত্যা করছিল। হাবীল আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করবে– হে আল্লাহ! তুমি একে জিজ্ঞেস কর, এ কেন আমাকে হত্যা করেছিল? এভাবে কাবীল থেকে আরম্ভ করে কিয়ামত পর্যন্ত সকল হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তিকে সেখানে উপস্থিত করা হবে। প্রত্যেক নিহত ব্যক্তি তার হত্যাকারীর বুক চেপে ধরে তাকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করবে। আল্লাহ পাকের আরশের নিচে সমবেত হবে সমস্ত হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি। প্রত্যেক নিহত ব্যক্তি তার হত্যাকারীকে দেখিয়ে দিয়ে বলবে, হে আল্লাহ! তুমি জিজ্ঞেস কর এ আমাকে কেন হত্যা করেছিল?

এজন্যে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমানের পূর্ণতার জন্যে শর্ত করেছেন চরিত্রের পূর্ণতাকে। আর আখলাকের পূর্ণতা ঘটে ধৈর্য ও ক্ষমার দ্বারা। পক্ষান্তরে দুনিয়াতে ঝগড়া-বিবাদ থেকে শুরু করে খুন-খারাবি পর্যন্ত সমস্ত অঘটন ঘটে এই আখলাকের অনুপস্থিতির কারণে। হাদীস শরীফে এও আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে এমন এক নারীর প্রসঙ্গ আলোচিত হলো যে ছিল খুব ইবাদাতগুজার। তবে তার আখলাক ভালো ছিল না। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে দিয়েছেন, এই নারী জাহান্নামে যাবে। তারপরই এমন এক নারীর প্রসঙ্গ আলোচনায় এলো, যে খুব ইবাদত করতো তা নয়, কিন্তু তার আখলাক ভালো ছিল। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে দিলেন, এ নারী জান্নাতে যাবে। সুতরাং চারিত্রিক উৎকর্ষ ব্যতীত ঈমানের পূর্ণতা অর্জন অসম্ভব।

www.BANGLAKITAB.com

সফলতার তৃতীয় শর্ত

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন- وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ

অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী।

অর্থাৎ আল্লাহর দরবারে বিনয়াবনত ইবাদতগুজার নারী ও পুরুষ। ইতোপূর্বে আমরা মুআযা আদাবিয়্যাহ (র.)-এর ঘটনা বর্ণনা করেছি। তিনি ছিলেন তাঁর সময়কার বিখ্যাত তাপসী। তাঁর স্বামী আল্লাহর পথে জিহাদ করতে গিয়ে শাহাদাতবরণ করেন। স্বামীর শাহাদাতের পর তিনি এই দুনিয়াতে বিশ বছর বেঁচেছিলেন। এই বিশ বছরের প্রতিটি রাতই কেটেছে তাঁর নামাযের মুসল্লায়। মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুশয্যায় শায়িত হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি রাতের বেলা বিছানায় ঘুমাননি। অবশেষে যখন তাঁর দুয়ারে মৃত্যু এসে হাজির হয়েছে তখন তিনি হাসতে শুরু করেন। উপস্থিত মহিলারা তার কাছে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন- আমার সামনে আমার স্বামীকে দেখছি। তিনি বলছেন, আমি তোমাকে নিতে এসেছি। তোমাকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছি। এ থেকে আমি এটাই অনুমান করতে পারছি, আল্লাহ পাক আমাদের মধ্যে মিলন ঘটিয়েছেন এবং আমাদের নিবাস হবে জান্নাত। সুতরাং সফলতার ভিত্তি হলো বিনয়কাতর ইবাদত।

সফলতার চতুর্থ শর্ত

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন- وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ

সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী।

এক সাহাবী হযরত রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন- হে রাসূল! কোনো মুসলমান কি ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারে?

ইরশাদ করলেন, হতে পারে।

প্রশ্ন করলেন- কোনো মুসলমান কি কৃপণ হতে পারে?

ইরশাদ করলেন- হতে পারে।

আরয করলেন- কোনো মুসলমান কি মিথ্যা বলতে পারে?

www.BANGLAKITAB.com

ইরশাদ করলেন- না, কখনও না। কোনো মুসলমান মিথ্যা বলতে পারে না। কোনো মুসলমান নারী হোক কিংবা পুরুষ, সে কখনও মিথ্যা বলতে পারে না। অথচ আজ যদি আমাদের চারদিকে তাকাই তাহলে মনে হবে, মিথ্যা যেন বাতাসের চেয়ে অধিক ব্যাপক হয়ে পড়েছে।

হযরত রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথাও বলেছেন- যে ব্যক্তি মিথ্যা বর্জন করবে, জান্নাতে আমি তার জন্যে ঘরের ব্যবস্থা করবো। আর যে ব্যক্তি তার চরিত্রকে সুন্দর করার দায়িত্ব নিবে আমি তার জন্যে জান্নাতুল ফিরদাউসে গৃহের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব নেব ।

সফলতার পঞ্চম শর্ত

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন- وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ

ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী।

কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক ঘোষণা করবেন, যারা ধৈর্যশীল তারা দাঁড়াও। ঘোষণা শোনার সাথে সাথে ক্ষুদ্র একটি দল দাঁড়িয়ে যাবে। তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক বলবেন, তোমরা জান্নাতে চলে যাও।

তারপর তাদের সম্মানে আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের একটি বিশাল দল পাঠাবেন তারা এসে ধৈর্যশীলদের কাছে আরয করবে- ভাই, তোমরা কোথায় যাচ্ছো?

তারা বলবে, জান্নাতে যাচ্ছি।

ফেরেশতাগণ বলবে, হিসাব দিয়ে যাও।

তারা বলবে, আমাদের তো কোনো হিসাব নেই।

ফেরেশতাগণ বলবে, তোমাদের পরিচয় কী?

তারা বলবে, আমরা ধৈর্যশীল।

ফেরেশতাগণ বলবে, যাও, যাও! তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার কে আছে?

ফেরেশতাগণ যেতে যেতে তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, আচ্ছা, তোমরা কিসের ধৈর্যধারণ করেছো?

তারা বলবে, আল্লাহ পাক দুনিয়াতে আমাদেরকে অভাব দিয়েছিলেন, আমরা ধৈর্যের সাথে তা গ্রহণ করেছি। দুনিয়াতে আমরা আল্লাহ পাকের নাফরমানি করার সুযোগ পেয়েছি, তারপরও তাঁর নির্দেশ অমান্য করিনি। ধৈর্যের সাথে নিজেদেরকে হিফাযত করেছি।

www.BANGLAKITAB.com

ফেরেশতাগণ তাদেরকে জান্নাত দেখিয়ে দিয়ে বলবে– যাও, এই তো আমলকারীদের ঠিকানা।

সফলতার ষষ্ঠ শর্ত

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন– وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ

বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী।

বিনয় অর্থ এখানে আল্লাহর ভয়।

যারা নির্জনে আল্লাহকে ভয় করে।

যারা আল্লাহকে ভয় করে লোকালয়ে

যারা মানুষের মেলায় আল্লাহকে ভয় করে।

আল্লাহকে ভয় করে একান্ত একাকীত্বেও।

আল্লাহর ভয় তাদেরকে হারাম পথে পা বাড়াতে দেয় না।

আল্লাহর ভয় তাদেরকে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করতে দেয় না।

মানুষের হৃদয়ে লালিত এই ভয়কেই খুশু বলে। যদি কারও কলবে আল্লাহর বড়ত্ব মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের ভয় প্রোথিত হয়, তাহলে এই ভয়ই তাকে সব রকমের অন্যায় কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে। অনন্তর সহজ করে দেয় তার জন্যে সফলতার পথ।

সফলতার সপ্তম শর্ত

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন- وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ

দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী।

অর্থাৎ যারা আল্লাহকে পাওয়ার জন্য আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের আশায় আল্লাহর পথে ব্যয় করে। হযরত আয়েশা (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, একদা হযরত মুআবিয়া (রা.) তাঁর খিদমতে এক লক্ষ দিরহাম উপঢৌকন পাঠান। সেদিন হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন রোযাদার। তিনি মুদ্রাগুলো বণ্টন করতে বসে পড়েন। আসর পর্যন্ত এক লাখ দিরহাম মদীনার দুস্থ মানুষদের মাঝে বণ্টন করে দেন।

www.BANGLAKITAB.com

সন্ধ্যা বেলা ইফতারের সময় ঘনিয়ে এলে ঘরের সেবিকা এসে বলে, আম্মাজান আপনি তো জানেন আমাদের ঘরে খাবার কিছু নেই। আর না হোক, একটি দিরহামও যদি রেখে দিতেন তাহলে গোশত এনে আপনার ইফতারের ব্যবস্থা করতাম। জবাবে আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, ঘরে যে কিছুই নেই, সে কথা তো আমার মনে ছিল না। তখন যদি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে, দুই একটি দিরহাম না হয় রেখে দিতাম। এ হলো আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার নমুনা।

সফলতার অষ্টম নবম ও দশম শর্ত

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন–

وَالصّٰٓئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ

রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী নারী।

তারপর ইরশাদ করেছেন–

وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ

স্বীয় যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাযাতকারী নারী।

অতঃপর ইরশাদ করেছেন–

وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرَاتِ

আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী।

অবশেষে যারা এসব গুণের অধিকারী তাদের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন–

اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا

এদের জন্যে আল্লাহ পাক প্রস্তুত করে রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।

উল্লেখিত আয়াতটি দুনিয়ার সকল নারী ও পুরুষের জন্যে একটি মূলনীতির মতো। দুনিয়ার যে কোনো প্রান্তে যে কোনো কালে যে কোনো নারী কিংবা যে কোনো পুরুষ এই গুণ দশটি অর্জনে সক্ষম হবে, সেই অধিকারী হবে আল্লাহ পাকের মাগফিরাত ও মহাপ্রতিদানের।

www.BANGLAKITAB.com

এক ব্যর্থ নারীর ঘটনা

কোরআনে কারীমে আল্লাহ পাক আমাদেরকে যেমন সফল মানুষের গল্প শুনিয়েছেন, তেমনি গল্প শুনিয়েছেন ব্যর্থ মানুষেরও। আল্লাহ পাক সূরা তাহরীমে ইরশাদ করেছেন–

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ

আল্লাহ কাফিরদের জন্যে নূহ্-এর স্ত্রী ও লূত-এর স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। [তাহরীম : ১০]

একজন হযরত নূহ (আ.)-এর স্ত্রী অন্যজন হযরত লূত (আ.)-এর স্ত্রী। তাদেরকে তো আল্লাহ পাক ব্যর্থ ও অসফলকাম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অথচ তাদের স্বামীদের কীভাবে প্রশংসা করেছেন দেখুন। ইরশাদ হয়েছে–

كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا

তারা ছিল আমার বান্দাদের মধ্যে দুই সৎকর্মপরায়ণ বান্দার অধীন। কিন্তু তারা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। [প্রাগুক্ত]

নবীর স্ত্রী হয়েও তারা ঈমান আনেনি। স্বজাতির পথ অনুসরণ করেছে, আরো অনুসরণ করেছে শিরক ও কুফরীর পথ।

فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا

ফলে নূহ ও লূত তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারেননি। [তাহরীম-১০]

وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ

এবং তাদেরকে বলা হলো, তোমরা উভয়ে প্রবেশকারীদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ কর। [তাহরীম-১০]

এ হলো নবীর স্ত্রী হয়েও নবীর পথ অনুসরণ না করার পরিণতি।

www.BANGLAKITAB.com

সফল নারীর ঘটনা

এর পাশাপাশি আল্লাহ পাক আমাদেরকে গল্প শুনিয়েছেন হযরত আসিয়া (রা.) ও হযরত মারইয়াম (আ.)-এর। ইরশাদ হয়েছে-

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَةَ فِرْعَوْنَ

আল্লাহ মুমিনদের জন্যে ফিরাউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। [তাহরীম : ১১]

এখান থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি, একদিকে আল্লাহ পাকের সর্বাধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত একান্ত অনুগত বান্দা নবীর স্ত্রী, অন্যদিকে দুনিয়াতে খোদা দাবীকারী পথভ্রষ্ট ফিরাউনের স্ত্রী। নবীর প্রতি ঈমান নেছেন বিধায় ফিরাউনের স্ত্রীকে আল্লাহ পাক সফল নারীর দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করেছেন। তাঁর জন্যে করেছেন জান্নাতের ফয়সালা। পক্ষান্তরে নবীর স্ত্রী নবীর পয়গামকে উপেক্ষা করায় তাকে উপস্থাপন করেছেন ব্যর্থ নারীর উপমা হিসেবে। আর তার জন্যে করেছেন জাহান্নামের ফয়সালা। আমরা এও শুনেছি ফিরাউনের ঘরের দাসী হয়ে যখন আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এনেছে, ঈমান এনেছে আল্লাহর নবীর প্রতি তখন তাঁর প্রতি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ এমনভাবে বর্ষিত হয়েছে যে, তাঁর শহীদ দুই কন্যার হাড় থেকে বেরিয়ে আসা জান্নাতি সুবাস মি'রাজের রাতে আমাদের নবীকে আমোদিত করেছে। এ হলো সফলতার পুরস্কার।

এখানে নারী-পুরুষের কোনো ভেদাভেদ নেই। আল্লাহ পাকের কাছে বিচার হলো ঈমানের ভিত্তিতে, নেক আমলের ভিত্তিতে। ঈমানের ভিত্তিতেই মানুষ কামিয়াবী লাভ করে, ব্যর্থ হয় মানুষ ঈমানের ভিত্তিতেই। আর এই সত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যেই আল্লাহ পাক আমাদের সামনে যেমন সফল নারী ও পুরুষদের ঘটনা আলোচনা করেছেন তেমনি আলোচনা করেছেন ব্যর্থ নারী ও পুরুষের ঘটনাও। অবশেষে স্পষ্ট ফয়সালা শুনিয়ে দিয়েছেন-

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

www.BANGLAKITAB.com

মুমিন নারী ও পুরুষের মধ্যে যে কেউ সৎকাজ করবে, আমি তাকে নিশ্চয়ই পবিত্র জীবন দান করবো। [নাহল : ৯৭]

এখানে আল্লাহ্ পাক পবিত্র জীবনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সৎকর্ম তথা নেক আমলের ভিত্তিতে। এই অঙ্গিকার যেমন পুরুষের জন্যে, তেমনি নারীদের জন্যেও।

আসিয়া ও জুলেখার পার্থক্য

হযরত নূহ্ (আ.) এবং হযরত লূত (আ.) ছিলেন আল্লাহর দ্বীনের বিচারে সমাজের শ্রেষ্ঠজন। সে অনুযায়ী তাঁদের স্ত্রীগণও ছিলেন সমাজের শ্রেষ্ঠ স্ত্রী। পক্ষান্তরে ফিরাউন ছিল দুনিয়ার বিচারে সমাজের বড় মানুষ। সে বিচারে তার স্ত্রীও ছিল উঁচু মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ্ পাক উভয় শ্রেণির পরিণতি ও সফলতা ব্যর্থতার কাহিনী আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আমাদের সামনে মিসরের বিখ্যাত শাসক ফিরাউনের স্ত্রীর ঘটনা তুলে ধরেছেন, তুলে ধরেছেন মিসরের আরেক প্রসিদ্ধ নারী জুলেখার কাহিনীও। আছিয়া এবং জুলেখা একই শহরের অধিবাসী ছিল। একজন ছিল রাজ্যের রাণী, আরেকজন ছিল গভর্নরের স্ত্রী। তাদের একজন আত্মিক পরিচ্ছন্নতা লাভে ধন্য ছিল। যে কারণে দুনিয়াবাসীর সামনে আল্লাহ্ পাক তাকে সফলতার শ্রেষ্ঠ উপমা হিসেবে পেশ করেছেন। সেই সাথে আল্লাহ্ পাক পেশ করেছেন মিসরের আরেক আলোচিত নারী জুলেখার কাহিনী। পার্থিব বিচারে অবশ্য জুলেখার মর্যাদা ছিল আসিয়া চেয়ে কম। একজন বাদশাহর স্ত্রী, আরেকজন গভর্ণরের স্ত্রী।

উভয়ের সময়কালেও বিশাল ব্যবধান।

আল্লাহ তাআলা কোরআনে জুলেখার গল্পও উল্লেখ করেছেন। কোরআনে মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِىْ هُوَ فِىْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ

সে যে স্ত্রী লোকের ঘরে ছিল সে তার কাছে অসৎকর্ম কামনা করলো এবং দরজাগুলো বন্ধ করে দিল এবং বললো, এসো! [ইউসুফ : ২৩]

www.BANGLAKITAB.com

কোরআনে কারীম এখানে দুই শ্রেণির মানুষের চিত্র তুলে ধরেছে। একদিকে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাই ও জুলেখা অপরদিকে হযরত ইউসুফ (আ.)। একদল তাদের আমলকে বরবাদ করে চলেছে, আর আরেকজন নিজের আমলকে ও নিজেকে গড়ে তুলতে সচেষ্ট রয়েছেন। এই দুই শ্রেণির গল্প পাশাপাশি বর্ণিত হয়েছে পবিত্র কুরআনে। এই দুই শ্রেণির চিত্র পাশাপাশি এই কারণে তুলে ধরা হয়েছে, যেন আমাদের সামনে জীবনে সফলতার ভিত্তি ও পথ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ইউসুফ (আ.)-এর ধৈর্য ও ভাইদের অবিচার

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বয়স তখন ষোল বছর। তিনি ছিলেন বাবা হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর কনিষ্ঠ ছেলে। তাঁর প্রতি বাবার আকর্ষণ ও সীমাহীন মমত্ব দেখে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা সলা -পরামর্শ করলো–

اُقْتُلُوْا يُوْسُفَ اَوِ اطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَّخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيْكُمْ

তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো অথবা তাকে কোনো স্থানে ফেলে আসো। তাহলে তোমাদের পিতার দৃষ্টি শুধু তোমাদের প্রতিই নিবিষ্ট থাকবে। [ইউসুফ : ৯]

পরামর্শ চলছিল ভাইদের মধ্যে। কেউ হত্যা করার পরামর্শ দিচ্ছিল, কেউ বা বলছিল অন্য কিছু। একজন বললো, হত্যা না করে তাকে কোনো নির্জন কূপে নিক্ষেপ কর। হয়তো কোনো কাফেলা এসে তাকে তুলে নিবে।

পরামর্শ কখনও কল্যাণের উদ্দেশ্যে হয় আবার কখনও হয় অনিষ্টতার উদ্দেশ্যে। কখনও হয় মসজিদ নির্মাণের, আবার কখনও হয় নাট্যমঞ্চ তৈরির। কখনও বা মানুষ পরামর্শ করে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করার জন্যে, আবার কখনও বা শয়তানের দিকে আহ্বান করার জন্যে। ভালো হোক কিংবা মন্দ হোক, পরামর্শের একটা শক্তি আছে। ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা পরামর্শ করে তাঁকে একটি কূপের মধ্যে ফেলে দিলো।

কিন্তু আল্লাহ পাকের শক্তি দেখুন। যখন ইউসুফ (আ.)-কে কূপে ফেলে দেয়া হচ্ছিল, তখন তাঁর ভাইয়েরা তাঁর হাতে বারবার তলোয়ার

www.BANGLAKITAB.com

দ্বারা আঘাত করছিল যেন ইউসুফ (আ.) কূপের গভীরে ছিটকে পড়ে যান। এ মর্মে তখনই আল্লাহ পাক ওহী প্রেরণ করেন–

لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

তুমি তাদেরকে তাদের এই কর্মের কথা অবশ্যই বলবে, যখন তারা তোমাকে চিনবে না। [ইউসুফ : ১৫]

অর্থাৎ ধৈর্য ধর। এমন একটা সময় আসবে যখন তোমার স্থান হবে অনেক উর্ধ্বে এবং এরা পড়ে থাকবে অনেক নিচে। তখন তুমি এদেরকে অবিচারের কথা স্মরণ করিয়ে দিও।

হযরত ইউসুফ (আ.)-কে যখন তাঁর ভাইয়েরা সবাই মিলে কূপে ফেলে দিচ্ছিল তখন তো তারা কল্পনাও করেনি যে, নিচে হযরত জিবরাইল (আ.) হযরত ইউসুফ (আ.)কে গ্রহণ করার জন্যে তৈরি হয়ে আছেন এবং তিনি তাঁকে কোমল হস্তে একটি পাথরের উপর বসিয়ে দেবেন।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাইদের মধ্যে একজন ছিল খুবই কোমল প্রাণের অধিকারী। তার নামেই পরবর্তীকালে ইহুদীরা খ্যাতি লাভ করে।

সে প্রতিদিন এসে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জন্যে কূপের ভেতর খাবার পাঠাতো। কিন্তু সেও হযরত ইউসুফ (আ.)কে হত্যার ষড়যন্ত্রে অংশীদার ছিল।

তারপর সে পথে এলো এক কাফেলা। তারা কূপ থেকে পানি তুলতে গিয়ে উঠিয়ে আনলো হযরত ইউসুফ (আ.)কে। সমস্বরে চিৎকার করে উঠলো –

هَٰذَا غُلَامٌ هَٰذَا غُلَامٌ

-এ যে এক কিশোর। [ইউসুফ : ১৯]

وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً

-অতঃপর তারা তাঁকে পণ্যরূপে লুকিয়ে রাখলো। [ইউসুফ-১৯]

www.BANGLAKITAB.com

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

এবং তারা তাঁকে বিক্রি করে দিল স্বল্পমূল্যে– মাত্র কয়েক দিরহামের বিনিময়ে। তারা ছিল তাঁর ব্যাপারেনির্লোভি। [ইউসুফ : ২০]

ঐতিহাসিক সূত্র থেকে এ কথাও জানা যায়, এই ব্যবসায়ীরা যখন হযরত ইউসুফ (আ.)কে তুলে নেয় তখন তাঁর ভাইয়েরা গিয়ে বলেছিল, এ তো আমাদের পলাতক গোলাম। একে আমাদের হাতে দিয়ে দিন। অথচ ইউসুফ (আ.) মুখের উপর এ কথা বলেননি, এরা আমার ভাই। এরা আমার প্রতি অবিচার করছে। বরং ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছেন।

আমরা এখানে লক্ষ্য করলে দেখব, একদল মিথ্যা বলে তাদের জীবনকে বরবাদ করেছে, আরেকজন ধৈর্যের মাধ্যমে নিজের জীবনকে গড়ে তুলছেন। একদিকে মিথ্যা আরেকদিকে তাকওয়া। একদিকে ষড়যন্ত্র আরেকদিকে ধৈর্য। আল্লাহ তাআলার বিধান হলো তিনি অবাধ্যদেরকে কিছুটা সুযোগ দেন। আর অনুগতদেরকে বিভিন্ন পরীক্ষায় ফেলেন। পরীক্ষায় যদি অনুগতগণ স্থির থাকতে পারে তখন তারা চলে যায় সুউচ্চ মাকামে। মুহূর্তে অবাধ্যরা পতিত হয় ধ্বংসের অতল গহ্বরে।

আযীযে মিসর-এর ঘরে ইউসুফ (আ.)

মিসরের বাজারে বিক্রি হলেন হযরত ইউসুফ (আ.)। তাঁকে কিনে নিলেন মিসরের গভর্নর আযীযে মিসর। তিনি ভাবলেন, যেহেতু কোনো সন্তান নেই, ইউসুফ (আ.) কে সন্তান হিসেবে লালন-পালন করবেন।

عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا

সম্ভবত সে আমাদের উপকারে আসবে। অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করবো। [ইউসুফ : ২১]

কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ.)-এর রূপ ছিল এতটা দৃষ্টি আকর্ষণকারী, তাঁর রূপ দেখে আযীযে মিসরের স্ত্রী তাঁর প্রতি ভীষণভাবে আসক্ত হয়ে পড়ে।

www.BANGLAKITAB.com

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِىْ هُوَ فِىْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ

সে যে স্ত্রী লোকের ঘরে ছিল সে তার কাছে অসৎকর্ম কামনা করলো এবং দরজাগুলো বন্ধ করে দিল এবং বললো– এসো! [ইউসুফ : ২৩]

জবাবে হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন–

مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّىْ اَحْسَنَ مَثْوَاىَ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ

আমি আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি। নিশ্চয়ই তিনি আমার প্রতিপালক। তিনি আমার থাকার সুব্যবস্থা করেছেন। নিশ্চিত যে, সীমালঙ্ঘনকারীরা সফলকাম হয় না। [ইউসুফ : ২৩]

অতঃপর হযরত ইউসুফ (আ.) দরজার প্রতি ছুটে যান। দরজা ছিল তালাবদ্ধ।

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ

তারা উভয়ে দৌড়ে দরজার দিকে গেল। [ইউসুফ : ২৫]

হযরত ইউসুফ (আ.) সামনে আর জুলেখা ছিল পেছনে। তারপর জুলেখা কী করলো–

وَقَدَّتْ قَمِيْصَهٗ مِنْ دُبُرٍ

এবং স্ত্রী লোকটি পেছন দিক থেকে তাঁর জামা ছিড়ে ফেললো। [ইউসুফ : ২৫]

উভয়েই উপনীত হলো দরজার মুখে।

وَاَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ

তারা স্ত্রী লোকটির স্বামীকে দরজার কাছে পেল। [ইউসুফ:২৫]

www.BANGLAKITAB.com

অর্থাৎ তারা দরজার কাছে এসেই দেখলো, আযীযে মিসর দরজার সামনে দাঁড়ানো। কোনো নারী যদি অন্যায় পথে পা বাড়ায় তাহলে সে পুরুষকে ছাড়িয়ে যায়। বস্তুত নারীদের চক্রান্তের জাল খুবই কঠিন। দরজার সামনে স্বামীকে দেখতে পেয়ে জুলেখা সাথে তার মুখোশ বদলে ফেললো। বলতে লাগলো–

مَا جَزَاءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوْءً

যে তোমার পরিবারের সাথে কুকর্ম কামনা করে তার জন্যে কী দণ্ড হতে পারে? [ইউসুফ : ২৫]

اِلَّآ اَنْ يُّسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

কারাগারে প্রেরণ অথবা অন্য কোনো মর্মন্তুদ শাস্তি ব্যতীত। [ইউসুফ:২৫]

অর্থাৎ জুলেখা নিজেই শাস্তির ফয়সালা করে দিল। বলে দিল, একে কারাগারে নিক্ষেপ কর এবং ভালো করে শাস্তি দাও। এ কথা বলেনি, একে হত্যা করে ফেলো। কারণ, যদি সত্যিই তাঁকে হত্যা করা হয় তাহলে জুলেখার মনের কামনা পূরণ করার পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাবে। যেহেতু মনে মনে জুলেখা হযরত ইউসুফ (আ.)কে প্রবলভাবে কামনা করছিল। তাই তাকে জেলে পাঠানোর প্রস্তাব দেয়। হযরত ইউসুফ (আ.) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিলেন– আমি কোনো অন্যায় করিনি।

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا

-স্ত্রী লোকটির পরিবারের একজন সাক্ষ্য সাক্ষ্য দিল। [ইউসুফ: ২৬]

এই সাক্ষ্য সম্পর্কে কেউ বলেছেন, একজন ছোট শিশু হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পক্ষে অলৌকিকভাবে সাক্ষ্য প্রদান করে। আবার কেউ বলেছেন, সাক্ষ্য লোকটি ছিল বয়স্ক। সে যাই হোক, সাক্ষ্যদাতা পরিষ্কার ভাষায় জুলেখার স্বামীকে বললো–

اِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ

www.BANGLAKITAB.com

তার জামা যদি পেছন দিক থেকে ছিন্ন করা হয়ে থাকে, তাহলে স্ত্রী লোকটি মিথ্যা বলেছে আর পুরুষ লোকটি সত্যবাদী। [ইউসুফ : ২৭]

فَلَمَّا رَاٰ قَمِيْصَهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهٗ مِنْ كَيْدِكُنَّ اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ

গৃহস্বামী দেখলো যে, তার জামা পেছন দিক থেকে ছেঁড়া তখন বললো, নিশ্চয়ই এটা তোমাদের নারীদের ছলনা। তোমাদের ছলনা তো ভীষণ। [ইউসুফ : ২৮]

অতঃপর হযরত ইউসুফ (আ.)-কে আযীযে মিসর এই বলে সান্ত্বনা দিল–

يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا

-হে ইউসুফ! তুমি এদিকে কান দিও না। [ইউসুফ : ২৯]

আর জুলেখাকে বললো–

وَاسْتَغْفِرِيْ لِذَنْۢبِكِ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِـِٕيْنَ

এবং হে নারী! তুমি তোমার অপরাধের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তুমিই তো অপরাধী। [ইউসুফ : ২৯]

জুলেখা তো আল্লাহ বিশ্বাসী ছিল না। আল্লাহ বিশ্বাসী ছিল না আযীযে মিসরও। কাজেই এখানে ক্ষমা প্রার্থনার অর্থ এই নয়, আল্লাহর কাছে গিয়ে অপরাধ স্বীকার কর। বরং এর অর্থ হলো তুমি আমাকে অপমানিত করছো, লজ্জিত করেছো, কোথাও গিয়ে মুখ লুকিয়ে থাক।

একদিকে ভাইদের ষড়যন্ত্র, অন্যদিকে নারীর চক্রান্ত। অতঃপর এই ঘটনা ছড়িয়ে পড়লো মিসরের নারীদের মধ্যে। নারীরা পরস্পরে বলাবলি করতে লাগলো–

اِمْرَاَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتٰىهَا عَنْ نَّفْسِهٖ

আযীযের স্ত্রী তার যুবক দাসের কাছে অসৎকর্ম কামনা করছে।

[ইউসুফ : ৩০]

www.BANGLAKITAB.com

শহরের ঘরে ঘরে জুলেখার প্রেমে পড়ার কাহিনী আলোচিত হতে লাগল। কথাটা যখন ছড়াতে ছড়াতে জুলেখার কানে এলো–

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ

স্ত্রী লোকটি যখন তাদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনলো তখন সে তাদেরকে ডেকে পাঠালো। [ইউসুফ : ৩১]

অর্থাৎ যারা জুলেখার প্রেমের কাহিনী মানুষের মাঝে ছড়িয়ে বেড়াচ্ছিল জুলেখা তাদেরকে নিজ মহলে দাওয়াত করে আনলো।

وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً

-তাদের জন্যে সে আসন প্রস্তুত করলো। [ইউসুফ : ৩১]

وَاٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا

তাদের প্রত্যেককে একটি ছুরি দিল। [ইউসুফ : ৩১]

অর্থাৎ প্রত্যেকের সামনে ফল সাজিয়ে রাখলো। তারপর প্রত্যেকের হাতে একটি করে ছুরি দিয়ে তাদের পরিভাষায় ফল কেটে খাওয়ার জন্যে জুলেখা সকলকে আমন্ত্রণ জানালো। আর এদিকে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে বললো–

وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ

এবং ইউসুফকে বললো, তাদের সামনে দিয়ে বের হও। [ইউসুফ: ৩১]

আদেশমাফিক হযরত ইউসুফ (আ.) মিসরের নারীদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে এলেন। তারপর–

فَلَمَّا رَاَيْنَهٗ اَكْبَرْنَهٗ وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا اِنْ هٰذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ

যখন তারা তাঁকে দেখলো তখন তারা তার গরিমায় অভিভূত হলো এবং নিজেদের হাত কেটে ফেললো। আর বললো, অদ্ভুত আল্লাহর

www.BANGLAKITAB.com

মাহাত্ম্য! এ তো মানুষ নয়। এ তো এক মহিমান্বিত ফেরেশতা। [ইউসুফ : ৩১]

অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সৌন্দর্য রূপ গরিমায় অভিভূত হয়ে তারা ফল না কেটে আঙুল কেটে বসে আছে। কর্তিত আঙুল থেকে টপ টপ করে রক্ত ঝরছে। অথচ সেদিকে তাদের কারো কোনো লক্ষ্যই নেই। তারা ইউসুফ (আ.)-এর সৌন্দর্য মহিমায় এতটা বিমুগ্ধ হয়ে পড়েছিল– তারা বলতেই পারবে না, ফল কেটেছে না হাত কেটেছে। বরং তাদের বিমুগ্ধ প্রাণ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করছিল– 'এ তো মানুষ নয়! এ তো মহিমান্বিত ফেরেশতা।'

তারা তো আল্লাহ কিংবা ফেরেশতায় বিশ্বাসী ছিল না। সুতরাং তাদের বিশ্বাস মুতাবিক যদি আমরা এই আয়াতের অনুবাদ করি, তাহলে এভাবে বলাটাই অধিক সঙ্গত হবে– 'এ তো মানুষ নয়, এ তো দেবতা!' মানুষ এত সুন্দর হতে পারে না। নিশ্চয়ই মানুষের আকৃতিতে হয়তো কোনো অবতার নেমে এসেছে। তাদের এই বিমুগ্ধ অবস্থা দেখে জুলেখা বললো–

قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِىْ لُمْتُنَّنِىْ فِيْهِ

সে বললো, এ-ই সে, যার সম্পর্কে তোমরা আমার নিন্দা করেছো। [ইউসুফ : ৩২]

এত কিছুর পরও হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পবিত্রতা স্বভাবের সততা মুহূর্তের জন্যে বিন্দুমাত্র কলংকিত হয়নি। এদিকে তাঁর রূপ-সৌন্দর্যে বিমোহিত নারীরা যখন তাঁকে পাওয়ার জন্যে আকুল তখন তিনি আল্লাহ পাকের কাছে দুআ করছেন–

اِلَّا تَصْرِفْ عَنِّىْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ

www.BANGLAKITAB.com

আপনি যদি এদের ছলনা থেকে আমাকে রক্ষা না করেন তাহলে তো আমি এদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বো এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বো। [ইউসুফ : ৩৩]

আরও বললেন -

رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ

হে আমার প্রতিপালক! এই নারীরা আমাকে যেদিকে আহ্বান করছে তার চাইতে কারাগার আমার কাছে অধিক প্রিয়। [ইউসুফ : ৩৩]

অর্থাৎ এই নারীরা আমাকে আহ্বান করছে, তোমার অবাধ্যতার প্রতি। আমি তোমার নাফরমানি চাই না, আমি তোমার পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্তি চাই। সে কারাগারে গিয়ে হলেও।

আল্লাহ তাআলা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর আবেদন মঞ্জুর করলেন। তাঁকে পৌঁছে দিলেন কারাগারে। মূলত এখানে আমাদের লক্ষ্য করার বিষয় হলো– একদিকে ধোকা, চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র অপরদিকে ধৈর্য, আল্লাহর আনুগত্য ও আল্লাহর ভয়। বাবার ঘর থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন, কিন্তু তাকওয়া ছাড়েননি। ভাইদের দ্বারা নিপীড়িত হয়েছেন, তথাপি ধৈর্য হারাননি। অনেকেই বলে, এই তাকওয়া দিয়ে কী লাভ? যেমন-আজকাল আমরা বলে থাকি, মুসলমান হয়ে কী লাভ? চারদিকে মুসলমানরা লাঞ্ছিত, অপমানিত হচ্ছে। কিন্তু আমরা যদি সত্যিকার অর্থে মুসলমান হতে পারতাম, তাহলে আজ হয়তো আমাদেরকে অপমানের এই সিঁড়িতে দাঁড়াতে হতো না।

হযরত ইউসুফ (আ.)-কে দেখুন। তাকওয়ার পথ অবলম্বন করেছেন। পরিণতিতে তাঁর জীবনে আঘাতের পর আঘাত নেমে এসেছে।

কূপে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। মিসরের বাজারে স্বল্প মূল্যে বিক্রি হয়েছেন।

লাঞ্ছনা বেড়েছে।

তাঁর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া হয়েছে।

www.BANGLAKITAB.com

এটা ছিল অপমানের উপর অপমান।

অবশেষে তাঁর স্থান হলো কারাগারে। কিন্তু ইউসুফ (আ.) অবিচল তাকওয়া, তাওয়াক্কুল, ঈমান ও আমলের উপর। বর্তমানে অনেকেই বলে, তোমার এই কালিমা দিয়ে কী হবে? নামায দিয়ে কী হবে? ইলম দিয়ে কী হবে? তাবলীগ দিয়ে কী হবে? আমি বলি, ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা পড়, সব প্রশ্ন হাওয়ায় উড়ে যাবে।

হযরত ইউসুফ (আ.) যখন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন

হযরত ইউসুফ (আ.) যখন কারাগারে তখন তাঁর খিদমতে জেলখানার দুইজন কয়েদী এসে তাদের স্বপ্নের কথা বললো। ইউসুফ (আ.) তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়ে একজনকে বললেন, তুমি অতি শীঘ্রই জেল থেকে মুক্তি পাবে। অন্যজনকে বললেন, তোমাকে ফাঁসিতে ঝুলানো হবে।

اَمَّا اَحَدُ كُمَا فَيَسْقِىْ رَبَّهٗ خَمْرًا وَّ اَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ

তোমাদের দু'জনের একজন তার প্রভুকে মদ পান করাবে আর অপরজন শূলিবিদ্ধ হবে। [ইউসুফ : ৪১]

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ব্যাখ্যামাফিক যাকে মুক্তি পাবে বলেছিলেন, সে যখন জেলখানা থেকে বের হচ্ছিল, তখন ইউসুফ (আ.) তাকে বললেন–

اُذْكُرْنِىْ عِنْدَ رَبِّكَ

তোমার প্রভুর কাছে আমার কথা বলো। [ইউসুফ : ৪২]

অর্থাৎ তুমি যখন মুক্ত হয়ে তোমার মালিকের কাছে যাবে তখন আমার কথা বলবে যে, আমি নিরপরাধ।

হযরত ইউসুফ (আ.) যখন মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদীর কাছে এই প্রস্তাব পাঠাচ্ছিলেন, তখন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে হযরত জিবরাইল (আ.) এসে হাজির। এসে জিজ্ঞেস করলেন– হে আল্লাহর নবী! আল্লাহ পাক আপনাকে জিজ্ঞেস করছেন, আপনাকে আপনার ভাইদের হাত থেকে কে বাঁচিয়েছেন? ইউসুফ (আ.) বললেন, আল্লাহ।

www.BANGLAKITAB.com

: আপনাকে কূপ থেকে কে উদ্ধার করেছে?

: আল্লাহ।

: আপনাকে নারীদের ষড়যন্ত্র থেকে কে রক্ষা করেছেন?

: আল্লাহ।

: তাহলে কী জেলে আসায় তিনি আপনাকে ভুলে গেলেন? আপনি কেন বাদশাহর কাছে পয়গাম পাঠালেন। কাজেই এখন আপনাকে এর জন্যে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

فَلَبِثَ فِى السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ

সুতরাং ইউসুফ কয়েক বছর কারাগারে রইলেন। [ইউসুফ : ৪২]

সাধারণ একজন বাদশাহর কাছে নিজের নিরপরাধী হওয়ার কথা বলার কারণে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে জেলখানায় আরও ছয় সাত বছর কাটাতে হয়েছে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

আল্লাহর দ্বীনের উপর চলতে গেলে অনেক সময় মনে হয় যেন শুধু ঠকছি আর ঠকছি। আর আল্লাহর নাফরমানির পথে চলতে গেলে মনে হয় যেন প্রতিটি দিনই ঈদ। মাটিতে হাত দিলে যেন মাটি সোনা হয়ে যায়। মনে হয়, পাথর হাতে নিলে পাথরও বোধ হয় সোনা হয়ে যাবে। তাই মানুষ অনেক সময় ঠিক বুঝতে পারে না, আসলে সে কি ভুল পথে চলছে? বরং তার কাছে মনে হয় আমি সঠিক পথেই চলছি। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহকে মানে, আল্লাহর পথে চলতে তারা অনেক সময় দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে। ভাবে, ঠিক পথে চলছি তো? আমার চলার পথ সঠিক তো?

আল্লাহ পাকের কাছে সবকিছুরই একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। তাঁর কাছে একটা সুনির্দিষ্ট মাপ ও মাপকাঠি আছে। সে নির্দিষ্ট সময়ে গিয়ে আল্লাহ পাকের শক্তি ও সততার মর্যাদা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সত্যবাদীর মর্যাদা আর মিথ্যাবাদীর লাঞ্ছনা। আল্লাহকে যারা মেনেছে তাদের মর্যাদা যেমন সবার সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তেমনি আল্লাহকে যারা উপেক্ষা করেছে তাদের অপমানের বিষয়টিও হয়ে ওঠে পরিষ্কার।

www.BANGLAKITAB.com

তারপর হলো কী বাদশাহ একটি স্বপ্ন দেখলো। আর সে স্বপ্নের ভেতর দিয়ে আল্লাহ পাক হযরত ইউসুফ (আ.)-কে জেল থেকে বের করে আনার ব্যবস্থা করলেন। হযরত ইউসুফ (আ.)-কে জেলখানা থেকে মুক্ত হয়ে আসার পয়গাম পাঠানো হলো। ইউসুফ (আ.) অস্বীকার করলেন। বললেন, আগে গিয়ে মিসরের সেই নারীদের কাছে সেই ঘটনাটি জিজ্ঞেস কর।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ধৈর্য দেখে বিস্মিত হতে হয়। দীর্ঘকাল জেলখানায় থাকার পরও যখন তাকে বেরিয়ে আসার আহবান জানানো হয়েছে তখন তিনি পরিষ্কার ভাষায় অস্বীকার করলেন। বললেন, আগে গিয়ে মিসরের সেই নারীদেরকে জিজ্ঞেস কর, ইউসুফ কী সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী? বাদশাহ সেই নারীদেরকে ডাকলেন। ডেকে বললেন−

مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ

বাদশাহ নারীদেরকে বললো, যখন তোমরা ইউসুফের কাছে অসৎকর্ম কামনা করেছিলে তখন তোমাদের কী হয়েছিল? [ইউসুফ : ৫১]

অর্থাৎ বাদশাহ ডেকে নারীদেরকে বললেন, তোমরা বলো তো দেখি ইউসুফ (আ.)-এর আসল ঘটনাটি কী?

قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْءٍ

তারা বললো, আল্লাহর মাহাত্ম্য! আমরা তাঁর মধ্যে কোনো দোষ দেখিনি। [ইউসুফ : ৫১]

অর্থাৎ ইউসুফের মধ্যে আমরা কোনো রকমের ত্রুটি, অসততা ও কলংক দেখিনি। এ কথা শুনে জুলেখাও বলে উঠলো-

اَلْئٰنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ

-এতক্ষণে সত্য প্রকাশ হলো। [ইউসুফ :৫১]

www.BANGLAKITAB.com

কোরআনে কারীমে এখানে যে 'হাসহাসা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে আমাদের ভাষায় এর অনুবাদ করার মতো কোনো যথার্থ শব্দ নেই। আমরা এর অনুবাদ করেছি 'প্রকাশ হলো'। এটা যথার্থ শব্দ নয়। এর খুব কাছাকাছি হবে যদি আমরা এর অনুবাদ করি 'সূর্য প্রকাশিত হলো'। অর্থাৎ জুলেখা মিথ্যার আবরণে যে সত্যকে চাপা দিয়ে রেখেছিল এতক্ষণে সূর্যের মতো সে সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। জুলেখাও স্বীকার করেনিল, ইউসুফ সত্যবাদী। মিথ্যাবাদী কেবল আমিই।

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي

বাদশাহ বললো, ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে আসো। আমি তাকে আমার একান্ত সহচর নিযুক্ত করবো। [ইউসুফ : ৫৪]

বাদশাহ এই ঘটনায় খুবই আলোড়িত হলো। ইউসুফ (আ)-কে ডেকে এনে তাঁর উপদেষ্টা নিযুক্ত করলো এবং শাহী কুরসীতে সমাসীন করলো।

আমরা লক্ষ্য করলে দেখব, এখানে দুটো কাহিনী পাশাপাশি এগিয়ে চলছে। একদিকে মিসরের নারীদের অবাধ্যতার কাহিনী, হযরত ইউসুফ (আ.) এর ভাইদের অবিচারের ঘটনা। আর এদের মাঝখানে রয়েছেন এক যুবক। যে যুবক চক্রান্তের শিকার, জুলুমের শিকার। তথাপি তিনি উভয় হাতে উঁচু করে রেখেছেন আল্লাহর আইন। কোনো অবস্থাতেই আল্লাহর বিধানকে লঙ্ঘন করেননি। সত্যকে লালন করতে গিয়ে ধৈর্যচ্যুত হননি। অথচ তিনি ক্রমাগত এগিয়ে চলছেন পরীক্ষার পর পরীক্ষার দিকে। অনাগত প্রতিটি সন্ধ্যাই বিগত সন্ধ্যার চাইতে বিপদসঙ্কুল।

মওসুম বদলায়। দিন আসে দিন যায়। রাত আসে রাত যায়। অথচ তাঁর ভাগ্যের রাত যেন পোহায় না। বরং প্রতিনিয়ত অন্ধকার ঘনীভূত হচ্ছে। মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে বিপদের পর বিপদ। তথাপি তিনি ধৈর্যচ্যুত হননি। আল্লাহর নির্দেশকে মুহূর্তের জন্যে লঙ্ঘন করেননি। ফলে আল্লাহ পাক তাঁকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করে এনে শাহী কুরসীতে সমাসীন করেছেন। আল্লাহ পাক কোরআনে কারীমে জুলেখার আসল রূপ তুলে ধরেছেন। তুলে ধরেছেন তার লাঞ্ছিত ইতিহাসকে। অবশ্য

www.BANGLAKITAB.com

ঐতিহাসিক সূত্রগুলো থেকে জানা যায়, পরবর্তী সময়ে জুলেখা ঈমান গ্রহণ করেছিল এবং হযরত ইউসুফ (আ)-এর সাথে তার বিবাহও হয়েছিল।

ইউসুফ (আ)-এর দরবারে তাঁর ভাইগণ

এক মিথ্যার তো সমাধান হলো। এবার দ্বিতীয় মিথ্যার স্বরূপ উন্মোচনের পালা। আল্লাহ পাক তারও ব্যবস্থা করলেন।

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ

ইউসুফের ভাইয়েরা আসলো এবং তাঁর কাছে উপস্থিত হলো। সে তাদেরকে চিনলো কিন্তু তারা তাকে চিনতে পারলো না। [ইউসুফ : ৫৮]

অর্থাৎ যখন আকাল দেখা দিল, দুর্ভিক্ষপীড়িত হয়ে ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা খাদ্যসামগ্রী নেয়ার জন্যে তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হলো, তখন তাদেরকে দেখেই তিনি চিনে ফেললেন। অথচ তারা তাঁকে চিনতে পারলো না। কারণ, তিনি নেকাবে মুখ ঢেকে রেখেছিলেন। অতি সৌন্দর্যের কারণে তিনি এমনিতেও সতর্কতাস্বরূপ চেহারা ঢেকে রাখতেন। হযরত ইউসুফ (আ.) তাদেরকে তাদের চাহিদা মাফিক খাদ্যসামগ্রী দিলেন। সাথে কিছু নগদ অর্থ-কড়িও দিলেন।

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

- যেন তারা পুনরায় আসে। [ইউসুফ : ৬২]

সেই সাথে তিনি তাদেরকে এও বলে দিলেন, তোমরা আবার যখন আসবে তখন তোমাদের ভাইটিকেও সাথে করেনিয়ে আসবে। আবার এই বলে সতর্ক করে দিলেন–

فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ

কিন্তু তোমরা যদি তাকে আমার কাছে নিয়ে না আসো তবে আমার কাছে তোমাদের জন্য কোনো বরাদ্দ থাকবে না এবং তোমরা আমার নৈকট্য পাবে না। [ইউসুফ : ৬০]

www.BANGLAKITAB.com

তারা খাদ্যসামগ্রী নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল। বাড়িতে গিয়ে তাদের পিতা হযরত ইয়াকুব (আ)-কে বললো এবার তো আমাদের খাদ্যসামগ্রীর পথও রুদ্ধ হয়ে গেছে। কারণ, মিসরের গভর্নর বলে দিয়েছে, তোমাদের ভাইকে সাথে করেনিয়ে এসো। যদি না আনো তাহলে তোমাদেরকে আর খাদ্যসামগ্রী দেয়া হবে না। হযরত ইয়াকুব (আ.) বললেন–

هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَا اَمِنْتُكُمْ عَلٰى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ

আমি কি তোমাদেরকে তার ক্ষেত্রেও সেরূপ বিশ্বাস করবো,যেরূপ বিশ্বাস করেছিলাম ইতোপূর্বে তার ভাইয়ের ক্ষেত্রে? [ইউসুফ : ৬৪]

فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ

আল্লাহই রক্ষণাবেক্ষণে শ্রেষ্ঠ এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। [ইউসুফ : ৬৪]

অর্থাৎ ঠিক আছে, যদি তাকে তোমাদের সাথে যেতেই হয়,তাহলে আমি তাকে আল্লাহর হাতেই সোপর্দ করবো, তোমাদের হাতে নয়। দ্বিতীয়বার সফর হলো। এবার তাদের সাথে রয়েছে ভাই বিন ইয়ামিন। হযরত ইউসুফ (আ.) তাকে দেখে কাছে ডাকলেন এবং ডেকে বললেন–

اِنِّىْٓ اَنَا اَخُوْكَ

- নিশ্চয়ই আমি তোমার সহোদর। [ইউসুফ : ৬৯]

অর্থাৎ চুপে চুপে তিনি তাকে জানিয়ে দিলেন, আমি তোমার সহোদরাই। আমি তোমাকে আমার কাছে রেখে দেয়ার জন্যে একটা পদ্ধতি গ্রহণ করবো। তুমি নীরব থেক।

হযরত ইউসুফ (আ.) তাঁর পরিমাপ পাত্রটি ভাই বিন ইয়ামিনের খাদ্যসামগ্রীর প্যাকেটের মধ্যে রেখে দেন। অবশেষে যখন খাদ্যসামগ্রী নিয়ে ভাইদের কাফেলা চলতে শুরু করে তখন পেছন থেকে এক আহ্বানকারী এই বলে ডাক দেয়–

اِنَّكُمْ لَسَارِقُوْنَ

- তোমরা নিশ্চয়ই চোর। [ইউসুফ : ৭০]

www.BANGLAKITAB.com

قَالُوْا وَاَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ

তারা তাদের দিকে তাকিয়ে বলে, আমরা চোর নই। [ইউসুফ : ৭১]

সরকারী প্রহরীরা বলে, আমরা কি তাহলে তল্লাশি করে দেখব? ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা বললো, খুঁজে দেখ।

যদি পাই,তাহলে কী শাস্তি হবে?

তারা বললো, যার মালপত্রের সাথে তোমাদের পাত্র পাওয়া যাবে সে অবশ্যই চোর বিবেচিত হবে এবং তোমরা তাকে গোলাম বানিয়ে রেখে দিবে।

فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ اَخِيْهِ

তারপর সে (ইউসুফ আ) তার সহোদরের মালপত্র তল্লাশীর পূর্বে তাদের মালপত্র তল্লাশী করতে লাগলো। [ইউসুফ : ৭৬]

ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ اَخِيْهِ

পরে তার সহোদরের মালপত্র থেকে পাত্রটি বের করলো। [ইউসুফ : ৭৬]

যখন বিন ইয়ামিনের মালপত্রের সাথে পাত্রটি পাওয়া গেল তখন বললো, এই তো আমাদের চোর। তখন সাথে সাথে ভাই ইয়াহুদা বললো, আরে আল্লাহর বান্দা! এর পূর্বে তো ইউসুফকে হারিয়েছি। আর এবার হারালাম বিন ইয়ামিনকে। পিতাকে গিয়ে কী জবাব দিব?

فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَاْذَنَ لِيْ اَبِيْ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِيْ

আমি কিছুতেই এই দেশ ছেড়ে যাবো না, যতক্ষণ না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন। অথবা আল্লাহ আমার জন্যে কোনো ব্যবস্থা করেন। [ইউসুফ : ৮০]

অতঃপর সে হযরত ইউসুফ (আ)-এর কাছে এসে সবিনয়ে বলতে থাকে—

خُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ

www.BANGLAKITAB.com

এর স্থলে আপনি আমাদের একজনকে রাখুন। আমরা তো আপনাকে একজন মহানুভব ব্যক্তি হিসেবেই দেখছি। [ইউসুফ : ৭৮]

ইউসুফ (আ.) বলে দিলেন, না, তা হতে পারে না। ভাইয়েরা সবাই পেরেশান। কী করবে তারা কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। দেখুন, এরা কত কঠিন মনের অধিকারী। এরা হযরত ইয়াকুব (আ)-কে গিয়ে বললো–

إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ - আপনার পুত্র তো চুরি করেছে। [ইউসুফ : ৮১]

এ কথা বলেনি, আমাদের ভাই চুরি করেছে। বলেছে, আপনার ছেলে চুরি করেছে। কারণ, বিন ইয়ামিন এবং ইউসুফ (আ.) ছিলেন এক মায়ের সন্তান। অবশিষ্টরা ছিল আরেক মায়ের সন্তান।

হযরত ইয়াকুব (আ)-এর চিঠি

যখন তারা হযরত ইয়াকুব (আ)-এর নিকট পৌঁছলো এবং বিন ইয়ামিনের এই কাহিনী শোনালো তখন হযরত ইয়াকুব (আ.) হযরত ইউসুফ (আ)-কে একটা পত্র লিখলেন। সেই পত্রে তিনি বললেন–

আমরা নবী পরিবার। আমরা চোর নই। আমাদের পরিবার শুরু থেকেই বিভিন্ন পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছে। আমার দাদা আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। আমার পিতাকে শানিত ছুরির নিচে শায়িত করা হয়েছে। আমার ছেলে আমার বুক থেকে ছিন্ন করা হয়েছে। যার বিয়োগ ব্যথায় কাঁদতে কাঁদতে আমি চল্লিশ বছর পার করেছি। আজ আমার দৃষ্টিশক্তিও হারিয়ে গেছে। আমার সেই হারানো ছেলেকে স্মরণ করার মতো আমার কাছে একটি ভরসাই ছিল। আজ সেই ভরসাটিও তুমি আমার কাছ থেকে কেড়ে নিলে। তুমি যদি আমার এই সন্তানটি আমার নিকট ফিরিয়ে দাও, আমি অনুরোধ করছি– তাহলে এটা আমার প্রতি অনুগ্রহ করা হবে।

হযরত ইয়াকুব (আ.) ঠিক এ ধরনের কয়েকটি বেদনা বিধুর বাক্য লিখে হযরত ইউসুফ (আ)-এর নিকট পাঠান। চিঠিটি পড়ে হযরত ইউসুফ (আ.) কাঁদতে শুরু করেন। কারণ, পিতা-পুত্র উভয়েই হলেন নবী। কিন্তু

www.BANGLAKITAB.com

এই মুহূর্তে হযরত ইউসুফ (আ)-এর এ কথা বলার অনুমতি নেই যে, আমি জীবিত আছি, ভালো আছি। এবার যখন দুই দিকেই কান্না শুরু হয়েছে তখন আল্লাহ পাক পিতা-পুত্রের মিলনের ব্যবস্থা করলেন।

আল্লাহ তাআলা তখন সত্যকে সত্য হিসেবে আর মিথ্যাকে মিথ্যা হিসেবে প্রকাশ করলেন। এই সত্য তুলে ধরেছেন– আল্লাহর নাফরমানির পরিণাম হলো অপমান আর তাঁর আনুগত্যের পরিণতি হলো সম্মান। যদিও এই সম্মান প্রকৃতপক্ষে আখিরাতেই প্রকাশ পাবে। তবুও মাঝে মধ্যে দুনিয়াতেও প্রকাশ করেন। যেন দুনিয়ার মানুষ শিখতে পারে।

আবার ফিরে এলো ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা এবং আবেদন করলো–

يَاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ

হে আযীয! আমরা ও আমাদের পরিবার-পরিজন বিপন্ন হয়ে পড়েছি এবং আমরা তুচ্ছ পুঁজি নিয়ে এসেছি। আপনি আমাদের রসদ পূর্ণমাত্রায় দিন এবং আমাদেরকে দান করুন। আল্লাহ দাতাগণকে পুরস্কৃত করে থাকেন। [ইউসুফ : ৮৮]

এখানে লক্ষ্যণীয় হলো, একদিন যারা হযরত ইউসুফ (আ)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল, যারা হযরত ইউসুফ (আ)-কে অপদস্থ করতে চেয়েছিল আজ তারাই আবার হযরত ইউসুফ (আ)-এর কাছে এসে আবদারের সুরে বলছে, আপনি আমাদেরকে আল্লাহ পাকের নামে কিছু দান-খয়রাত করুন।